জি-২০
ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ

অত্রি ভট্টাচার্য, ঋদ্ধিহোত্রী হাজরা

জ্ঞানগঞ্জ

জ্ঞানগঞ্জ, হকার সংগ্রাম কমিটি, উপনিবেশ-বিরোধী
কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
G-20 Digital Samrajyobad
অত্রি ভট্টাচার্য, বহ্নিহোত্রী হাজরা

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, বহ্নিহোত্রী হাজরা, শমিত সান্যাল, অত্রি ভট্টাচার্য

সম্পাদকমণ্ডলী বিশ্বেন্দু নন্দ, বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য, শমিত সান্যাল, দেবব্রত দে, অর্ক ভাদুড়ি, মহুয়া লাহিড়ী, অর্ণব সাহা, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ সরকার, সৌরভ গুহ, সুরজিৎ সেন, রক্তিম ঘোষ, মিলটন বিশ্বাস, সৈয়দ নকিব মাহমুদ, শাজাহান আলি, ইমরাজ শেখ মির্জা

ছাপা বাঁধাই বাদল ঘোষ, এরিস্টোপ্রিন্ট, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯

দাম ৭০ টাকা

কপিরাইট নেই

জি ২০ নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাষ্ট্রের নীল নকশা

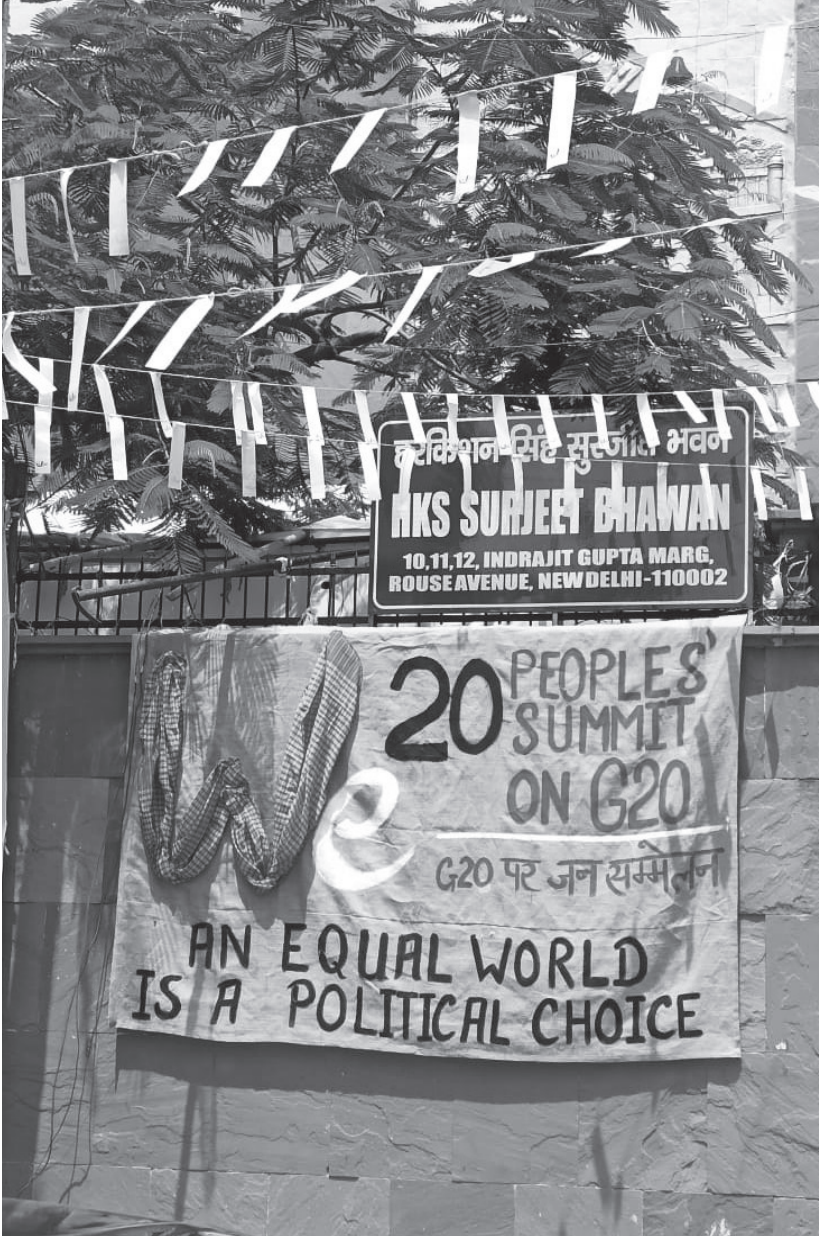

ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদের নামে
নয়া কোম্পানি-রাজের
মুখোশ ছিঁড়ে ফেলুন

ভারতের ‘বিশ্বগুরু’ হয়ে ওঠার ঘোষণায় মুখরিত ও নরেন্দ্র মোদীর হাসিমুখের ছবি, চব্বিশ ঘণ্টা দেখানো কর্পোরেট প্রচারযন্ত্রের বিপরীতে গত ১৬ থেকে ১৮ই আগস্ট দিল্লিতে সিপিআইএমের দফতর হরকিষেণ সিং সুরজিৎ ভবনে একজোট হয়েছিলেন কিছু ‘আন্দোলনজীবী’। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গান্ধীবাদী সমাজকর্মী মেধা পাটকর, হর্ষ মান্দার, সিপিআইএমের পলিটব্যুরোর সদস্যা বৃন্দা কারাত, কৃষকসভার নেতা হান্নান মোল্লা, অর্থনীতিবিদ অরুণ কুমার ও জয়তী ঘোষ, আরজেডির রাজ্যসভার সাংসদ মনোজ ঝা, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের অন্যতম শিকার আরেক সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদ, জিএম শস্যবিরোধী লড়াইয়ের এবং পারম্পরিক বীজ সংরক্ষণের পক্ষে আজীবন লড়ে যাওয়া পরিবেশকর্মী বন্দনা শিবা এবং এদেশের পথব্যবসায়ী ও হকারদের অবিসংবাদী প্রতিনিধি ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের শক্তিমান ঘোষ। আসন্ন জি-২০ বৈঠকের বিপ্রতীপে এঁরা নিজেদের সম্মেলনের নাম দিয়েছেন উই২০ - মহাশক্তিধর রাষ্ট্রজোট ও কর্পোরেট বহুজাতিক কোম্পানিগুলির আঁতাতের বিরুদ্ধে ভারতের আমজনতার বহুস্বরীয় জোট। এই সম্মেলন চলেছে ১৮-২০ অগাস্ট। সম্মেলনের স্লোগান ছিল ‘LET’S PUT PEOPLE BACK ON THE MAP’। পৃথিবীর মানচিত্রে মানুষ কোথায়? এই কূটপ্রশ্নটি তোলা হয়েছে জি২০-র ‘এক পৃথিবী, এক পরিবার’ স্লোগানের বিরুদ্ধে উই২০-র সুরজিৎ ভবনের কনভেনশনে। কনভেনশনের দাবি ছিল - ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ধর্মবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, শ্রেণিঘৃণামুক্ত পৃথিবী। দূষণমুক্ত পরিবেশ। দুশোর বেশি সংগঠন এতে অংশ নিয়েছে। ছিলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। কুখ্যাত দিল্লি পুলিস প্রতিনিধিদের হলে ঢুকতে, বেরোতে বাধা দেয়। সাংবাদিকদেরও ঢুকতে দেয়নি অমিত শাহের পুলিসবাহিনী, পুরো হল ঘিরে রাখা হয়। অর্থাৎ, এখন মোদী-রাজত্বে একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ভোটে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের সদর দফতরে বসে সভা করতে গেলেও পুলিসের অনুমতি লাগবে।

গত ১৩ জুলাই ২০২৩ ‘কনসার্নড সিটিজেন্স’ নামক একটি নাগরিক গোষ্ঠী এক ভয়াবহ আশঙ্কা প্রকাশ করে। কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, নাগপুর, উদয়পুর - এইসব শহরে জোরকদমে একইসঙ্গে চলছে সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প এবং জনবসতি উচ্ছেদ। উদ্দেশ্য জি২০ সম্মেলনে আগত দেশবিদেশের প্রতিনিধিদের দেখানোর জন্য ঝকঝকে তকতকে দেশনির্মাণ। এই রিপোর্টটি প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হর্ষ মান্দার, সিমলার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র টিকেন্দর পানওয়ার এবং প্রবীণ সাংবাদিক পামেলা ফিলিপোজ।

দেশব্যাপী বস্তিবাসী মানুষের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে গঠিত বস্তিসুরক্ষা মঞ্চের মতে, জি২০ শীর্ষ বৈঠকের জন্য বাস্তুহারা হয়েছেন প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ মানুষ। শুধুমাত্র দিল্লিতে সেপ্টেম্বরের জি২০ বৈঠকের জন্য সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হয়েছে পঁচিশটি বস্তি। বিশাখাপত্তনমে এএসআর নগরে যখন জি২০-র প্রতিনিধিরা আসেন, তখন তাঁদের যাওয়া আসার রাস্তায় চেঞ্চু আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিবারগুলির জনবসতি ঢেকে ফেলা হয়েছিল যাতে এই মালিন্য, দারিদ্র্য প্রতিনিধিদের চোখে না পড়ে।

ফাইন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস কাগজের ওয়েব সংস্করণে ২০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে জনৈক প্রণয় কুমার সোম Decolonising the Indian mind নিবন্ধে ভারতে আয়োজিত

হতে চলা জি২০ শীর্ষ বৈঠককে একটি উপনিবেশ-বিরোধী উদ্যোগ হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির প্রভাবে দূষিত ভারতীয় মস্তিষ্ক নাকি এই বৈঠকের পর স্বনির্ভর, থুড়ি আত্মনির্ভর হবে। তিনি লিখেছেন India's historic presidency of G20 is monumental for the shedding of entrenched coloniality in the Indian psyche. এরপর উপনিবেশবিরোধী ধর্মযোদ্ধা হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর জয়গান গেয়েছেন। এমনকি দু পা বাড়িয়ে দেশ ও দশের স্বার্থে বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনও চেয়েছেন Decolonising the Indian psyche is, however, not an overnight process. It will take time as change in the habits of the people of our great country will be a massive socio-psychological process which will require the support of intellectuals across the political spectrum. মনে রাখতে হবে, লেখক ডিফেন্স স্টাডিজের একজন সরকারি দিগগজ। সুতরাং মেট্রো স্টেশন থেকে মফস্বল - সর্বত্র এই যে জি২০র ঢাক বাজিয়ে প্রচার চলছে, তা আসলে ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাওয়া একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোকে দেশপ্রেমের রঙিন চাদরে মোড়ার সচেতন প্রয়াসমাত্র।

যারা এই সার্বিক লুঠের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললে সভায় পুলিস পাঠায়, বুলডোজার দিয়ে কর্পোরেট স্বার্থে বস্তি উচ্ছেদ করে, তাদের পূর্বপুরুষরাই ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাটুকার, অন্ধকারে ইংরেজ পুলিশ ডেকে বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেওয়া লোক। একটা কথা স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া দরকার, কর্পোরেট-বিরোধিতা ছাড়া, এদেশের চাষি-হকার-মৎস্যজীবী-কারিগরের বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতিকে ধ্বংস করে কোনো উপনিবেশবিরোধিতা, কোনো স্বনির্ভরতার জন্ম হতে পারে না। যারা তেমন বলছে বা করছে তারা উপনিবেশেরই ফসল, কেবল মুখোশটা দেশপ্রেমের। এই নয়াউদারবাদী ডিজিটাল-সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যোগীদের প্রতি এই পুস্তিকা নিবেদিত হল।

২৫ জুলাই কলকাতায় জি২০ শীর্ষ সম্মেলন বিষয়ে একটি সেমিনার হয় এবং ১৮-২০ আগস্ট দিল্লিতে উই২০ সম্মেলন আয়োজিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংগঠন এবং প্রতিবাদী ব্যক্তির পক্ষে

অত্রি ভট্টাচার্য

হকার সংগ্রাম কমিটি, জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী চর্চা কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

জি২০ দিল্লি শীর্ষ সম্মেলন

ডিজিটাল ব্যবস্থায় নব্য স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি

বিশ্বায়নের জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্ব ব্যাঙ্ক, WTO, WHO, IMF, WEF বা জি২০-র মতো অতিরাষ্ট্রিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ওপর বিভিন্ন কাঠামোগত পরিবর্তন চাপিয়ে প্রক্রিয়া জারী থেকেছে। ২০১৯-২০ নাগাদ পশ্চিমী দেশগুলি ভয়াবহ মন্দার পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়ায় যা থেকে বাঁচতে তারা আবারও অতিরাষ্ট্রিক সংস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করে একটি বিরাট কাঠামোগত পরিবর্তন যার নাম তারা দেয় 'গ্রেট রিসেট' বা 'নয়া বিশ্বব্যবস্থা'। এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে এবং মহামারী আর লকডাউনের আঘাত কাজে লাগিয়ে একদিকে মাত্রাছাড়া ডিজিটাইজেশনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে। ভারতে এটা কার্যকর করা ওদের পক্ষেও যথেষ্ট কঠিন, তবু লকডাউন তাদের কাছে এক বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। শ্রম কোড, নয়া শিক্ষা নীতি, জঙ্গল সংরক্ষণ আইনে পরিবর্তন থেকে শুরু করে সদ্য পাশ হওয়া জনবিশ্বাস বিল-সমস্তই এই প্রক্রিয়ার অংশ। কর্পোরেটদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে আইনি পরিবর্তন আনা, জঙ্গল-জমি বিনামূল্যে কর্পোরেট কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া, লগ্নিকারীদের বিভিন্ন ছাড় দেওয়া, দেশের বাজার বিদেশী পণ্যে ছেয়ে দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে রাজ্য-কেন্দ্র সমস্ত সরকারই 'বিদেশী প্রভু'দের ঠিকাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাই কৃষি বিলের ক্ষেত্রে সরকার পিছু হঠতে বাধ্য হলেও দেখা যায় সংসদকে এড়িয়ে নানান প্রক্রিয়ায় চুক্তি চাষ এবং জিএম শস্যের চাষ লাগু করার বিভিন্ন চেষ্টা হয়ে চলেছে। খাদ্য সংকট থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন অজুহাত নিয়ে আসা হচ্ছে এই কর্পোরেট এজেন্ডাগুলি লাগু করতে। খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে শুধু জিএম শস্যই নয়, শোনা যাচ্ছে পরীক্ষাগারে তৈরি খাবারও আস্তে চলেছে বাজারে।

প্রসঙ্গত বলি এবারের জি২০ বৈঠকের অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে রয়েছে খাদ্য সংকট এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি। আর জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রথম থেকেই এই কর্পোরেট গোষ্ঠীর বিশেষ নজর রয়েছে। ডক্টর রেড্ডি'জ ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান, সতীশ রেড্ডি এবারের জি২০ নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'ভারতের G20

প্রেসিডেন্সি বিশ্বের ফার্মা হাব হিসাবে দেশের পরিচয়কে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'তসতীশের কত কর্পোরেরট নেতৃত্বের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় আগামী দিনে বিশ্ব ফার্মা জায়েন্টদের নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্টের জমি হতে চলেছে ভারত। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক অটোমেশন এনে চাষি বিহীন চাষ, শ্রমিক বিহীন উৎপাদন, শিক্ষক বিহীন পড়াশোনা ইত্যাদির দিকে গোটা ব্যবস্থাকে ঠেলে দেওয়ার একটা চেষ্টা রয়েছে। 'নয়া বিশ্বব্যবস্থা' বা 'নিউ নর্মাল'-এর দিকে মানুষকে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ২০২০-২০২১-এর থেকে পরিস্থিতি অনেক বদলেছে। ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পশ্চিমী শিবির আর এদিকে চিন-রাশিয়া শিবিরের মধ্যে দ্বন্দ্ব আজ তীব্র হচ্ছে। এই দ্বন্দ্বের প্রতিফলন বিগত জি২০ সভাতেও দেখা গেছে যেখানে বেশ কিছু বিষয়ে ওরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তাই আজ বিশ্বকে ওদের পক্ষে ঢেলে সাজানো অত সহজ হচ্ছেনা। ডিজিটাইজেশনের প্রক্রিয়া তো শুধু আজ নয় সেই ডিমনিটাইজেশনের সময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের ওপর। নানাভাবে বাধ্য করা হলেও আজও দেশের খুচরো বাজারের বড় অংশই থেকে গেছে এই ডিজিটাল অর্থনীতির দুনিয়ার বাইরে। আমাদের কর্তব্য ওদের এই এজেন্ডার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের দিকে সতর্ক নজর রাখা, গভীরে গিয়ে পলিসিগত যেকোনো পরিবর্তনকে বোঝার চেষ্টা এবং ব্যাপক প্রতিরোধ তৈরি করে এই ধরণের এজেন্ডাকে গোড়া থেকেই রুখে দেওয়ার অঙ্গীকার করা।

কর্পোরেট পৃথিবীর কাঠামো বদলানোর উদ্দেশ্যে বড় বড় প্রকল্প নামায় যেমন করোনা, লকডাউন, নোট বাতিল - তার জন্যে বিপুল বড় বিনিয়োগের উদ্দেশ্য অধিকাংশ সময়ই পূরণ হচ্ছে না। নোট বাতিল ছিল শিল্পবিপ্লবীয় ডিজিটাল বিশ্ব বাজার ব্যবস্থাকে ডিজিটাল পুঁজি নির্ভর বিশ্ব ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রথম দিককার বড়তম প্রকল্প। ফুচকা, চা দোকানে পে-টিএমের স্ক্যান করে ডিজিটাল মাধ্যমে ২ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আজ ভারতের বাজারে নগদের পরিমান ২০১৬র নোট বাতিলের আগের পর্যায়ে পৌঁছেগেছে। নরেন্দ্র মোদি বিশ্বপুঁজির হয়ে যে কাজ সমাধা করার জন্যে লকডাউন চাপিয়ে দিয়েছিলেন, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

নতুন ডিজিটাল পুঁজি ২০০০ থেকে যে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করে ২০ বছর পরে বিকল্পবুদ্ধির যে প্রভাব ফেলতে চেয়েছিল, তার ধারেকাছে পৌঁছতে পারে নি কর্পোরেট ব্যবস্থা। ফলে গত কয়েক বছরে প্রচুর চাকরি ছাঁটাই, বিনিয়োগ তুলে নেওয়া, কোম্পানি বন্ধ, আমেরিকায় ৩টে ব্যাঙ্ক ফেলের মত ঘটনা আখছার ঘটছে। ফলে ডলারের নামের আর মানের হানি ঘটল সারা বিশ্বকে বর্তমান কালের বড়তম বড় মন্দায় ঠেলে দিয়ে। সঙ্ঘীদের বাপের বাড়ি আমেরিকার পতন নিশ্চিন্ত হয়েছে এর ফলে।

লকডাউনের বাজওয়ার্ড ওয়ার্ক ফ্রম হোম ভেস্তে যাওয়ার মুখে। চ্যাট জিপিটির বাবা-মা স্যাম অল্টম্যানের নিদান ওয়ার্ক ফ্রম হোম কার্যকর হাতিয়ার নয়। বিকল্পবুদ্ধির গড ফাদার জিওফ্রি হিন্টন গুগল থেকে পদত্যাগ করেছেন [নাকী ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?]। কর্পোরেট ভেবেছিল ওয়ার্ক ফ্রম হোম করিয়ে চাকুরেকে চুক্তির চাইরের সময়েও কাজে লাগানো যাবে আর আপিস ইত্যাদির স্থায়ী খরচের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

অল্টম্যানের বক্তব্যে প্রমান এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ লকডাউনের আরও একটা হাতিয়ার অকার্যকর প্রমানিত হল। কিন্তু বিশ্ব-জিডিটাল পুঁজিপতিরা তাদের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বারবার কোমর বেঁধে নতুন করে বিকেন্দ্রিভূত বাজার ধরার উপায় বার করতে নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। গত এক দশকে তাঁদের বাজি সঙ্ঘী, কর্পোরেট-বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর দেড়শ কোটি আবাদিওয়ালা এই ভারত। তাই জি২০র লক্ষ আগামী তিন বছর ভারতকে সামনে রেখে নতুন করে বিশ্বায়নের ঘুঁটি সাজানো। কিন্তু এই সম্পদ, এত ক্ষমতা, এত সেনাবল থাকা সত্ত্বেও এই বৈচিত্রের দেশে কর্পোরেট যা করতে চায় মানুষকে এক ছাচে ঢালতে, সেটা হকার-কারিগর-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রের জন্যেও ব্যর্থ হবেই হবে। কোমর বাঁধুন কর্পোরেট আজও তার উন্নয়ন চাপিয়ে দিতে ব্যর্থ ট্রায়াল-এরর পদ্ধতিই চালিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের মত করে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে।

---

২০ সম্মেলনের বাহানায় উচ্ছেদ হলেন ৩ লক্ষ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে আগামী ৯-১০ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে G20 সম্মেলন। চারিদিকে এখন সাজ সাজ রব। বিদেশী-প্রভুদের ঠিকঠাক অভ্যর্থনার বলি হচ্ছেন বস্তিবাসী, পথ-হকার এবং স্থানীয় খেটে খাওয়া মানুষ। আর এই বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ন্যূনতম সুযোগ বা প্রতিবাদের পরিসরটুকুকেও কেড়ে নেওয়া হয়েছে দেশজুড়ে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ নামিয়ে এনে। আজ পর্যন্ত শুধুমাত্র এই জি ২০ সম্মেলনকে ঘিরে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের সংখ্যা ৩ লক্ষ। জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের দেশে উন্নয়ন আর উচ্ছেদ এই দুটো শব্দ মুদ্রার দুটো পিঠে লেখা হয়ে রয়েছে- এক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হল না।

সার্বিক ভাবে G20-র উদ্দেশ্য এবং প্রেক্ষাপট ঘিরে রয়েছে আরও কিছু প্রশ্ন আর তার জন্য একটু পিছন ফিরে এর ইতিহাসটাও জেনে নেওয়া জরুরি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক নীতির আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগের একটি সিরিজের সর্বশেষ পদক্ষেপ G20, যার মধ্যে রয়েছে 'ব্রেটন উডসের' দুই যমজ সন্তান-আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই এম এফ) এবং বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান-এখন যার নাম বলা যায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WEF)।

১৯৯০ এর দশকের শেষের দিকে কানাডার শিক্ষাবিদ কে মার্টিন এবং মার্কিন কোষাগার সচিব সামারস উদীয়মান বাজারে ব্যাপক ঋণ সংকটকে মোকাবিলার জন্য G20 ফর্মুলা দিয়েছিলেন। ১৯৯৭-১৯৯৮ এর আর্থিক সংকটের সময় থেকেই বোঝা যায়, বিশ্বায়নের এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে G7, G8 এবং ব্রেটন উডস কাঠামো দিন দিন পুঁজিবাদকে

টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে অকার্যকরী হয়ে পড়বে। তাই তাঁরা একটি নতুন, বৃহত্তর বিশ্ব অর্থনীতির স্থায়ী গোষ্ঠীর ধারণা নিয়ে এসেছিলেন। বিশ্বায়নী কাঠামোকে স্থায়িত্ব দেবার ক্ষেত্রে জি২০ নতুন কণ্ঠস্বর নিয়ে হাজির হবে এমনটাই আশা ছিল তাঁদের। এভাবে পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্কট তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার একটা পথ খুঁজেছিল কর্পোরেটেরা। আজকে নয়া উদারনীতি একের পর এক সঙ্কটের বৈতরণী এভাবেই পার হতে চাইছে।

এই গ্রুপ অফ টুয়েন্টি (G20) ১৯টি দেশ (আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, ইউনাইটেড কিংডম, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। G20 সদস্যরা বিশ্বব্যাপী জিডিপির প্রায় ৮৫% ধারণ করে, বিশ্ব বাণিজ্যের ৭৫% এবং বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশকে প্রতিনিধিত্ব করে। G20 হল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রধান ফোরাম এবং এটি সমস্ত প্রধান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ইস্যুতে স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে এবং প্রকৃতপক্ষে কর্পোরেটদের শাসন কাঠামোকে শক্তি দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিগত G20 র সভাপতিত্ব করে ইন্দোনেশিয়া, এবার পালা ভারতের। ইন্দোনেশিয়ায় থিম ছিল- একসাথে পুনরুদ্ধার করুন, শক্তিশালী পুনরুদ্ধার করুন, কোভিড মহামারী থেকে শক্তিশালী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্বব্যাপী পুনরুদ্ধারকে এগিয়ে নেওয়ার ডাককে মাথায় রেখে এই স্লোগান সামনে আনে তারা। ধারণাটি ছিল G20 সমষ্টিগত পুনরুদ্ধারের জন্য সকলকে নিয়ে চলার এক দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রাখবে এবং পরিবেশ বান্ধব ও স্থায়ী উন্নয়নের একটি নতুন অধ্যায়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

ইন্দোনেশিয়া সম্মেলনের তিনটি প্রধান স্তম্ভ :- i) গ্লোবাল হেলথ আর্কিটেকচার - এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু স্বাস্থ্যবিধি লাগু করা এবং ভবিষ্যতের যে কোনো মহামারীর প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করতে শক্তিশালী বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা; ii) ডিজিটাল রূপান্তর - বর্তমান যুগে সাধারণ সমৃদ্ধি সুরক্ষিত করতে বিশ্ব অর্থনীতির দ্রুত ডিজিটালাইজেশন; এবং iii) টেকসই শক্তির রূপান্তর - পরিবেশ বান্ধব, স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য গ্রিন এনার্জিতে রূপান্তর দ্রুততর করার আহ্বান। এই স্লোগানগুলোর আড়ালে আছে অনেক এজেন্ডা যা ‘খোলা বাজার’ মিথের মতো নানান মিথ তৈরি করে আদপে কর্পোরেটদের একচেটিয়া রাজকে সুনিশ্চিত করে। নানা মোড়কে, নানা অছিলায় তারা ধীরে ধীরে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের জল-জমি-জঙ্গল এবং আজও টিকে থাকা দেশিয় বাজার এবং দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রাস করে। মহামারী মোকাবিলার নামে অপরীক্ষিত ভ্যাকসিন আর অতিরাষ্ট্রিক কাঠামোর নিয়মকানুন চাপিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-গণতন্ত্র-দেশের সার্বভৌমত্বের তোয়াক্কা না করে। জঙ্গল কেটে সাফ করে প্রতিনিয়ত পরিবেশ ধ্বংস করে চলেছে যে কর্পোরেটেরা তারাই আবার পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের নামে একচেটিয়া গ্রিন এনার্জির ব্যবসা চাপিয়ে দেয় আমাদের ওপর। খাদ্যের ব্যপক উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তারা ফরটিফায়েড চাল, ল্যাবে তৈরি খাবার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিন বদল করা খাদ্য বাজারে নিয়ে আসার রাস্তা প্রশস্ত করে।

একদিকে কর্পোরেট তোষামোদে উচ্ছেদ হচ্ছেন দেশের গরীব মানুষ আর তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ন্যূনতম অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছে দেশের এককেন্দ্রিক ফ্যাসিস্ত সরকার। মোদীজি তাঁর শাসনকালের গোড়া থেকেই দেশের অভ্যন্তরের বহুত্বকে সম্পূর্ণ নাকচ করার পথ প্রশস্ত করছেন। তাই 'হিন্দি, হিন্দু হিন্দুস্থান' আজ দেশের শাসকের স্লোগান। ওদিকে পৃথিবী জুড়ে দেখা যাচ্ছে একই রকম হাওয়া। এবারের G20 সম্মেলনের ট্যাগলাইন খেয়াল করুন। বিমান বন্দরে বিশাল হোর্ডিং-এ লেখা - এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ (One Earth. One Family. One Future)। মেট্রো রেলে এই ট্যাগ লাইন সহ ভেসে উঠছে ফরটিফায়েড চাল আর গ্রিন এনার্জির বিজ্ঞাপন। গুঢ় রহস্য কিচ্ছু না, এ সেই ২০৩০-এর মধ্যে এক নয়া বিশ্বব্যবস্থা স্থাপনের প্রক্রিয়া তথা 'গ্রেট রিসেট' প্রক্রিয়ার অংশ - যে স্বপ্ন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ক্লাউস শোয়াব সহ বিশ্বের তাবড় তাবড় কর্পোরেটেরা দেখিয়েছেন মহামারী আর বিশ্বজুড়ে মানুষকে রাতারাতি গৃহবন্দী করে দেওয়ার ঠিক আগে। তবে মহামারীর সময়ের থেকে আজকের সময় খানিকটা হলেও আলাদা।পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে। এক বিশ্ব ব্যবস্থার পথিকৃৎদের পথ অত মসৃণ আর নেই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেও দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে চীনের প্রবল মতানৈক্য আজ সকলেই আঁচ করতে পারছেন। জি২০-র বিগত বৈঠকেও তা চোখে পড়েছে। তাই ওদের এজেন্ডা ২০৩০ লাগু করা হয়ত আজ আর খুব সহজ হবে না।

জাতি সংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, IMF, প্রভৃতি অতিরাষ্ট্রিক সংস্থা যেসব নীতি নির্ধারণ করছে পৃথিবীর বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রগুলি সেই ছকে নিজেদের নতুনভাবে সাজিয়ে নিচ্ছে বা কাঠামোগত পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির ঘোষিত উদ্দেশ্য গোটা পৃথিবী জুড়ে একটিমাত্র বাজার তৈরি করা যার গালভরা নাম খোলা বাজার অর্থনীতি (free market economy), যে বাজারের কর্তৃত্ব থাকবে সরাসরি অতিরাষ্ট্রিক সংস্থাগুলির হাতে। আর এই বিশ্ব জোড়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতেই এই নয়া বিশ্বব্যবস্থার প্রবক্তারা উঠে পড়ে লেগেছে এক সংস্কৃতি, এক শাসনব্যবস্থা, একরকম আইন-কানুন লাগু করতে। বিগত ৩ বছর ধরে জনস্বাস্থ্য ও সংক্রামক রোগকে ব্যবহার করে এক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার এজেন্ডাকে কিভাবে গিলিয়ে দেওয়া হল তা আমরা তো সকলেই দেখলামই। বিশ্ব জুড়ে লকডাউনে পকেট ভরল কর্পোরেটের। পুঁজির সংকটের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কর্পোরেটেরা কর্মী সংকোচনের মাধ্যমে মুনাফা ধরে রাখার মরিয়া চেষ্টা করলো। তাতে সাধারণ মানুষ হাজারে হাজারে কাজ হারালো, রোজগার হারাল। ধাপে ধাপে নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে এআই, অটোমেশন এবং সর্বস্তরে ব্যাপক ডিজিটাইজেশন। তাই কখনও সংক্রামক ব্যধির অছিলায় খাড়া করা গণ হিস্টিরিয়া, আবার কখনো বা যুদ্ধ, খাদ্য, পরিবেশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কর্পোরেটের হাতিয়ার। দেখা যাচ্ছে খাদ্য ও পরিবেশের ওপর আজেন্ডা ২০৩০ বিশেষভাবে নজর দিতে বলছে।

২০২০ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৯৬০-২০১৫ সময়কালে পৃথিবী জুড়ে কৃষি সম্পদের উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনায় অনেক কম। হিসাব মতো ২০১৫ সালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছিল। অথচ পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষ আজও অভুক্ত। ২০২২ সালে জাতি

সংঘের আর একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী জুড়ে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ক্ষুধা নিরাময়ের প্রশ্নে কর্পোরেট লবি কখনো খাদ্যের বা সম্পদের বন্টন নিয়ে কথা বলে না। বরং খাদ্য সঙ্কটের কথা বলে তারা জিন-প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফলন বাড়ানোর নিদান দেয়।

আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কৃষিতে জিনপ্রযুক্তির ব্যবহারের ইতিহাসটা ঠিক কী রকম? ২০০২ সালে আমাদের দেশে বি টি তুলোর চাষে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ২০০৯ সালে মাহিকো কোম্পানি বি টি বেগুনের বীজ বাজারে আনে। ২০১২সালে দেশের উচ্চতম আদালত বি টি বেগুন এবং অন্যান্য জি এম বীজের ক্লিনিকাল ট্রায়াল ও চাষের ওপর দশ বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ২০২২সালে আদালত নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে কর্পোরেট লবির চাপে GM সর্ষের চাষ শুরু করার তোড়জোড় চলছে।

Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better- ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ক্লাউস শোয়াবের ২০৩০-এর মধ্যে 'নয়া বিশ্বব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার আর এদিকে G20 র এক বিশ্ব- এক পরিবারের ডাক, পরিবেশ বাঁচানো, খাদ্য সুরক্ষা, সংক্রামক ব্যাধির মোকাবিলা আর টেঁকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রার নামে অতি রাষ্ট্রিক কাঠামোকে জোরদার করে মহামারী চুক্তি, ডিজিটালাইজেশন, জিএম থেকে শুরু করে একের পর এক কর্পোরেট এজেন্ডা তামাম বিশ্বের এবং মূলত তৃতীয় বিশ্বের সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত মিলে মিশে রয়েছে। যাদের রুটি রুজি গেছে এই বিগত ৩ বছরে তারা জীবন দিয়ে অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। মানুষের সন্দেহ বাড়ছে ওদের এই ধরনের পদক্ষেপের প্রতি। ওদের প্রত্যেকটি এজেন্ডা দিন দিন আমাদের উপমহাদেশের চাষি-কৃষক-কারিগরদের ওপর, আভ্যন্তরীণ খুচরো বাজারের ওপর, ছোটো ছোটো উৎপাদকের ওপর কর্পোরেট আগ্রাসন নামিয়ে আনছে। মুষ্টিমেয় কর্পোরেটীয় ভদ্রলোকদের দুনিয়ার বাইরে ব্যাপক জনগণ আজ তাই ওদের যে কোনও এজেন্ডাকে সন্দেহের চোখে দেখে। তাই আসন্ন G20 বৈঠকের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা জরুরি।

তথ্যসূত্র

1. https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/no-gm-certificate-mandatory-for-imported-food-crops-from-jan/article32431864.ece

2. https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/fssai-releases-new-draft-for-gm-food-regulations/article66160865.ece

3. This Issues Brief is based on a speech, "Working for a Better Globalization", given by the Managing Director of the IMF at the United States Conference of Catholic Bishops in Washington D.C. on January 28, 2002. The speech is available at http://www.imf.org/external/np/speeches/2002/012802.htm

4. https://thewire.in/rights/g20-cities-forced-evictions-beautification

5. Coronacapitalism: Reverse the Reset | Kobad Ghandy (Part A), Mainstream, VOL LIX No 36, New Delhi, August 21, 2021

6. https://www.hindustantimes.com/world-news/we-need-magic-seeds-what-bill-gates-said-on-global-hunger-crisis-101663045347381.html?utm_source=admitad&utm_medium=442763_3Ceoo9x7Y4aEUjNYugNEsv2qQs7DQjfwBWFmWOZpczbiYS&utm_campaign=6ce457ebca324a8a2a50508f699c17e5&tagtag_uid=-

6ce457ebca324a8a2a50508f699c17e5
7. The Global Challenge for Government Transparency: The Sustainable Development Goals (SDG) 2030 Agenda, https://worldtop20.org/global-movement/?gad=1
8. G20 Development working group, Food Security and Nutrition, G20 Food Security and Nutrition Framework.

বহ্নিহোত্রী হাজরা

জি-২০ঃ ডিজিটাল উপনিবেশ

আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জি-২০ গ্রুপের আঠারোতম বৈঠক। গত শতাব্দীর শেষ দশকে মূলত দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে চলা অর্থনৈতিক মন্দার প্রক্ষিতে পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রকে নতুন করে অক্সিজেন দেওয়ার জন্যই এই ২০ সদস্য বিশিষ্ট এই গ্রুপের আবির্ভাব। বস্তুত এই গ্রুপের মাধ্যমে ধনবান দেশগুলি তাদের ছেড়ে আসা উপনিবেশের উপর নতুন করে প্রভুত্ব করতে চায় এই দেশগুলির অর্থনীতিকে তাদের স্বার্থে পরিচালিত করার মাধ্যমে। এই বৈঠকের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের মত দেশে ডিজিটাল অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করা যা থেকে লাভবান হবে নানা দেশী ও বিদেশী অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলি। ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় বিমুদ্রাকরণের ঘোষণার পরের দিন সকালেই একটি চিনের খুব পরিচিত একটি কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখ দেখা গিয়েছিল। এমন একটা সময়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যখন সারা দেশ জুড়েই বাড়ছে অসাম্য, ক্ষুধা, দারিদ্র ও নজিরবিহীন বেকারত্ব। যে কোন বিরুদ্ধ স্বর দমন পীড়নের মাধ্যমে স্তব্ধ করার প্রয়াস আজ দেশে স্বতঃসিদ্ধ। নিজেদের ন্যূনতম অধিকার হারাচ্ছেন দেশের দলিত, আদিবাসী সহ সমস্ত শ্রমজীবি মানুষ। অন্যদিকে পেট্রোল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, পরিবেশের অবক্ষয় (সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশের কুলুতে বিয়াস নদীর স্রোতে বাড়িঘর ভেসে যাওয়ার কারণ বাণিজ্যিক স্বার্থ), মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণতান্ত্রিক পরিসর ক্রমশ ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া সহ নানাবিধ সমস্যায় আজ আমরা জর্জরিত। একদিকে যখন প্রচুর অর্থ ব্যায়ে এই বৈঠকের প্রস্তুতি চলছে

একই সাথে শহর সাজানোর নামে চলছে একের পর এক বস্তি উচ্ছেদ। এই বৈঠকের আলোচ্য সূচিতে থাকবে শক্তি, নাগরিক পরিকাঠামো, পরিবহণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিদেশি ও আন্তর্জাতিক অর্থপ্রতিষ্ঠান যেমন আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক, এ ডি বি'রর লগ্নির পথ সুগম করা। সাথে থাকছে নীল অর্থনীতির পোশাকি ছদ্মনামের আড়ালে সমুদ্রের সম্পদকে লুণ্ঠন করার কুপ্রয়াস। এমনকী এই প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের দেশের সরকারকে দিয়ে তাদের স্বার্থে আইনও পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম যেমন দেশে লাগু হওয়া কৃষি আইন যা আন্দোলনের চাপে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে লাভজনক ক্ষেত্রে সরকারের সাথে যৌথ ভাবে বিনিয়োগ করাও উন্নত দেশ গুলির লক্ষ্য। এই বৈঠকের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক সম্পদকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির আয়ত্তে এনে লাভজনক ভাবে ব্যবহার করা। আজ আমাদের কৃষি ও খাদ্যকে কর্পোরেটের অধীনে আনার যে প্রয়াস জারি আছে জি২০ এর বৈঠক তাকেই মান্যতা দেবে। ভারত ইতিমধ্যেই অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ব্রিটেন ও ইউরোপীয় ইউনানের সাথে মুক্ত বাণিজ্যের সনদে স্বাক্ষর করেছে। এই পথে অগ্রসর হওয়ার অর্থ দেশিয় উৎপাদনের সাথে যুক্ত অসংখ্য শ্রমজীবি মানুষের জীবিকায় টান পড়া। কোভিড পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুযায়ী সারা পৃথিবী জুড়েই বেড়েছে আর্থিক ও নানা বৈষম্য, খর্ব করা হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ানের অর্জিত অধিকার, কেড়ে নেওয়া হচ্ছে গরীব মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা , চালু করা হচ্ছে সব ক্ষেত্রে অটোমেশন। জি২০ র এই বৈঠকে সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কিত এই বিষয়গুলি স্বাভাবিক ভাবেই আলোচ্য সূচিতে থাকবে না। কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কিভাবে আরও ব্যক্তিপুঁজি লগ্নী করা যায় তার খোঁজ চলবে দুদিনের বৈঠকে। আর আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বিপুল ব্যয়ে হতে যাওয়া এই বৈঠককে কাজে লাগাতে চাইছে সামনের লোকসভা নির্বাচনে বৈতরণী পার হতে। জি২০ মূলত নয়া উদারবাদী অর্থনীতিকে সারা বিশ্ব জুড়ে রাজত্ব করার সুযোগ করে দেওয়ার প্রচেষ্ঠা চাড়া আর কিছু নয়। এর মাধ্যমে একদা প্রভুত্বকারী উপনিবেশগুলি এইভাবে নয়া উপনিবেশবাদ চাপিয়ে দিতে চাইছে ডিজিটাল অর্থনীতি চালু করার মধ্য দিয়ে। আগামি দিনে শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থবাহী নীতি প্রণয়ণের দাবিতে তাই অজস্র সংগঠন এই বৈঠকের বিরোধিতায় পথে নেমেছে দমন পীড়নকে উপেক্ষা করে। লগ্নী পুঁজির হাতকে শক্ত করার যে প্রয়াস এই বৈঠকে হবে তার সর্বাত্মক বিরোধিতা আজকের সময়ের আহ্বান একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় আমাদের সবার।

দেবব্রত দে

India is now abandoning G77

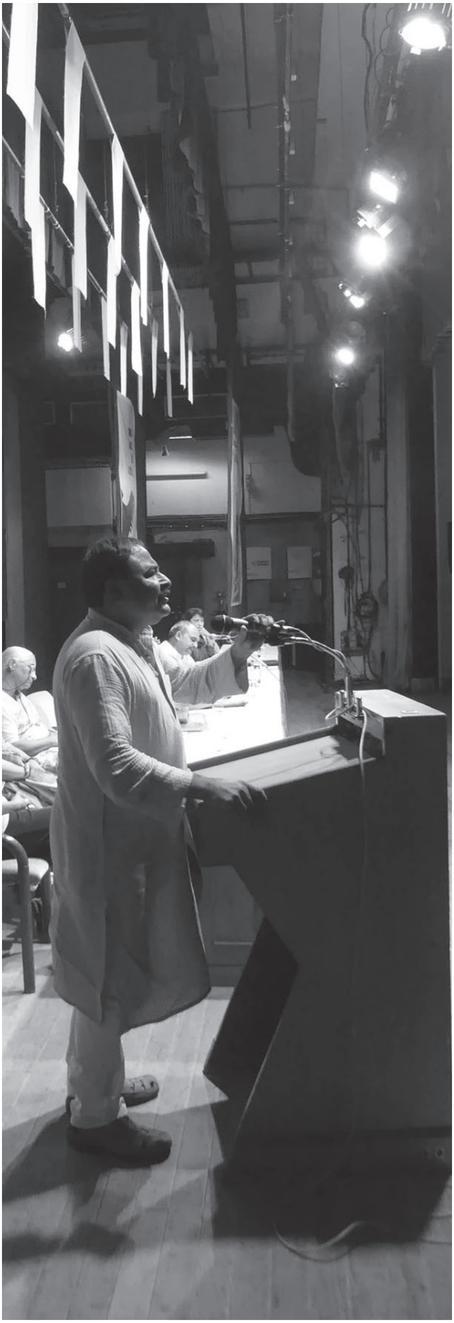

ভারত জি২০ দেশগুলোর সভাপতি হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় শীর্ষ সম্মেলনে ১০২২এর নভেম্বরের পরে। ২০২৫এ সভাপতিত্ব দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে যাবে। আপাতত জি২০ জোটে রয়েছে আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, দক্ষিণ কোরিয়া, ফ্রান্স, মেক্সিকো, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, তুর্কি, চিন, জার্মানি, আর্জেন্টিনা, জাপান, সৌদি আরব, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া। ভারতের ৫০টা শহরে অন্তত ২০০ বৈঠক আয়োজিত হবে। জি২০ দেশগুলোর ৭টি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ভারত, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা আর চিন ব্রিকস দেশগুলোরও সদস্য। তাছাড়া অনেকেই ওইসিডি OECD বা অর্জানাইজেশন ফর ইকনমিক কোঅপারেশন গোষ্ঠীরও সদস্য। এছাড়াও ১৯৬৪তে ৭৭টা জোটনিরপেক্ষ দেশের তৈরি সংগঠন UNCTADএরও সদস্য বহু দেশ। ১৯৭১এ জি৭৭ দেশের জোট তৈরি হয়, ভারত তারও সদস্য। দীপঙ্কর দে'র বক্তব্য, জি২০ জোট নতুন এজেন্ডা তৈরি করার চেষ্টা করলেও তাকে কার্যকরভাবে পর্দার পিছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে কিন্তু OECD সেক্রেটারিয়েট - শুধু তাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না। তিনি বলছেন আন্তর্জাতিকস্তরে নীতি নির্ধারণে ভারতের লক্ষ্য পরিষ্কার না হলেও খোলা চোখে বোঝা যাচ্ছে, সে আমেরিকার স্বার্থ পূরণ করতে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর জোটবন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাংলাদেশের যুদ্ধে পরিষ্কার ভারত জোটনিরপেক্ষ দেশের গোষ্ঠীতে থাকায় আমেরিকা সে সময় খুব বেশি সুবিধে করতে পারে নি। নরেন্দ্র মোদির সরকারে সেই ঝোঁক স্পষ্ট হয় ট্রাম্পের নির্বাচন প্রচারে অংশ নেওয়া

থেকে। চিন কিন্তু জি৭৭ থেকে বেরিয়ে যায় নি, ২০২২এ এর সভাপতি হয়েছে পাকিস্তান। ফলে চিন এখন আমেরিকা বা ইওরোপিয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে উন্নতিশীল দেশের নেতার অলিখিত পদে আসীন হয়েছে। ভারত সেই সুযোগ হেলায় হারাল।

India has taken over the presidency of the G-20 for 2023 from Indonesia where the G20 summit was held in November 2022. After India, Brazil will take over the presidency of the G20, followed by South Africa in 2025. During its term, India will hold more than 200 meetings across some 50 cities involving ministers, officials and civil society, leading up to a summit in the capital New Delhi in September 2023[1]. The presidency of G20 is rotational. The previous presidents of G20 have been the USA, the UK, Canada, South Korea, France, Mexico, Russia, Australia, Turkey, China, Germany, Argentina, Japan, Saudi Arabia, Italy & Indonesia.[2]

The Indian government has launched its year of the G-20 presidency on December 1 with some splendor, and 100 monuments from Kashmir to Kanyakumari lit up with India's G-20 logo symbolizing the motto "Vasudhaiva Kutumbakam, or "one earth, one family, one future". The Hindu has reminded us that in 2008, the first G-20 summit-level meeting in the U.S. was held during a moment of crisis for the world's financial systems. In 2022, the task for Indian Prime Minister and his team would be equally crucial, given the lasting effects of the Russian war in Ukraine, western sanctions on energy, economic downturns, pandemic worries and climate change issues those have been testing the foundations of globalization and an interconnected global economy.[3]

According to the experts, the two major challenges before India as the president of G20 are to : (i) show a new way, out of the problems the world is facing and; (ii) reintroduce globalization, which had been gradually replaced, by countries going its own way through nationalism.[4]

G20-a forum of developed and emerging economies

The Group of 20, also called the G-20, is a group of finance ministers and central bank governors from 19 of the world's largest economies, including those of many developing nations, along with the European Union. Formed in 1999, the G-20 promotes global economic growth, international trade, and regulation of financial markets. As the G-20 is a forum, not a legislative body, its agreements and decisions have no legal impact, but they do influence countries' policies and global cooperation.

The G-20 includes all members of the Group of Seven (G-7), a forum of the European Union and the seven of the world's

largest developed economies: France, Germany, Italy, Japan, the United States, the United Kingdom, and Canada.[5]In addition to these 8, the other 12 members of the G20 are: Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, and Turkey.

G20 also has many common members with the 38-member Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) - an international organization that works to build better policies for 'better lives'. OECD provides a unique forum and knowledge hub for data and analysis, exchange of experiences, best-practice sharing, and advice on public policies and international standard-setting[6]. OECD members are countries which describe themselves as committed to democracy and the market economy, providing a platform to compare policy experiences, seek answers to common problems, identify good practices and coordinate domestic and international policies of its members. In 2021, after long negotiations at the OECD, participating countries agreed to an outline for new tax rules- the Global Tax Deal. In a historic agreement, announced in Paris under the aegis of OECD, 130 countries (out of the 139 involved in talks), including India, have endorsed the OECD/G20 Inclusive Framework Tax Deal.[7]

The majorities of OECD members are high-income economies with a very high Human Development Index (HDI) and are regarded as developed countries. The OECD members are: Austria, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States were the 20 founding members. Later other 18 member countries joined the OECD. These are: Japan, Finland, Australia, New Zealand, Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Mexico, South Korea, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Bulgaria, Colombia, Latvia, Costa-Rica. Actually OECD is an extended EU which also includes, among others, USA, Canada, Japan, Australia, Turkey, South Korea, Mexico, Colombia, and Costa –Rica.

In this figure the common members of both OECD and G20 are: G7, EU (baring a few), the USA, Canada, Australia, Japan, Mexico, South-Korea and Turkey. The major additions to the G20 are: Brazil, Russia, India, China, South Africa, Saudi Arabia, and Argentina

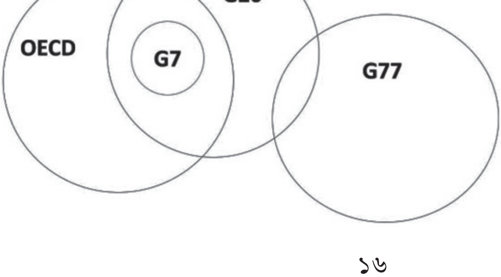

(BRICS+2) besides Indonesia.

In short G20 can be described as an extended OECD with BRICS+2 and Indonesia as new members. In other words, G20 is a forum of developed and emerging economies of the world.

Incidentally, seven prominent members of G20, namely, India, Brazil, Argentina, Indonesia, Saudi Arabia, South Africa and China are also members of G77. The Group of 77 is a coalition of 134 developing countries, designed to promote its members' collective economic interests and create an enhanced joint negotiating capacity in the United Nations. The group was founded on 15 June 1964, by 77 non-aligned nations in the "Joint Declaration of the Seventy-Seven Countries" issued at the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

In 1971, G-24, where India is also a member, was established by the G-77 as one of its Chapters to help to coordinate the positions of developing countries on international monetary and development finance issues as well as to ensure that their interests are adequately represented in negotiations on international monetary matters. Recently, the developing countries under the G24 grouping have objected to the proposal of making sovereign commitments to not introduce any future digital services tax like an equalization levy. Under Pillar One of the Global Tax Deal, all signing countries are required to withdraw their existing digital services taxes and other unilateral measures with respect to all companies and also commit not to introduce any new unilateral measures in the interim period.[8] These countries refused to make a sovereign commitment on future digital services tax.

OECD sets the agenda

The official website of OECD claims that the OECD participates in all G20 meetings at the highest political level (Leaders, Ministers, Sherpas, Finance Deputies) as well as at the technical level (Working Groups) and contributes to virtually all of the Group's strands of work and most G20 working groups with data, analytical reports, policy recommendations and standards. The G20 and OECD members together represent 85% of global GDP, 75% of international trade and two-thirds of the world's population. OECD believes that because of its size and strategic importance, the G20 has a crucial role in setting the path for the future of global economic growth[9].

According to OECD document, it contributes to all stages of preparation of G20 Summits[10], namely,

• Helping to define the agenda by developing narratives

• Providing policy options by preparing evidence-based analysis and reports

• Forging consensus across the membership around Presidency's

priorities

• Strengthening the global governance by setting global standard on key issues

• Ensuring that legacies and commitments from previous Presidencies are monitored and delivered

The OECD website also claims that under the supervision of the OECD Sherpa to the G20, the Global Governance and Sherpa Unit of OECD, plays an essential role in coordinating and ensuring coherence and relevance to all the Organization's contributions to the G20. The OECD Secretary-General participates at the highest political level, while the OECD Chief Economist represents the OECD at Finance Deputies meetings[11].

Though India is the official president of the G20 summit in 2023, it appears that the OECD secretariat sets the agenda and runs the show from the backstage.

India, China and G77

India, once the leader of the non-aligned movement, is one of the founding members of G77. But at present India's engagements are more with the developed nations of G20 than the developing countries of G77.

In an article columnist Shastri Ramachandran has alleged that the government of India has no clear-cut stand and approach when it comes to campaigning for positions in the United Nations including specialized agencies of the world body and formations such as the Group of 77 (G77)[12].On the question of India's stand on G77, India's former UN Under-Secretary General Shashi Tharoor, said that once the government of India had attached a great deal of importance to the G77, a body which India often led at the UN as the 'global trade union of developing countries'. However as the "G20 grew in importance, there has inevitably been some diminishing of the prominence given to the G77."[13] Apparently it is clear that India is now abandoning G77 – its long trusted ally.

Ostensible America was upset with the policy of non-alignment, which had been the basis of Indian foreign policy since independence. America's Biden administration wanted India to break away from the world famous policy of non-alignment. Not only this, America also wanted India to distance itself from Russia, which stands by India in every crisis[14].

Newspaper reports suggest, USA administration has put pressure on India to "move away" from its long-term history of non-alignment G77 and partnership with Russia. It is reported that Deputy Secretary of State Wendy Sherman told members of the powerful House Foreign Affairs Committee during a Congressional hearing that

America shares a very critical relationship with India. "They are the largest democracy in the world. We have a strong defence relationship with them. They are part of the Quad, with Australia and Japan, and we are moving forward on many achievements that are critical to Indo-Pacific prosperity and security," she said. "We, obviously, would prefer that India move away from their long-term history of non-alignment G77 partnership with Russia," Sherman said in response to a question from Congressman Tim Burchett.[15]

While India is dithering on G77, China, whose aim is to promote collective economic interests of the members and to try to have a bigger say in the world organization, has aligned itself with the group. Pakistan assumed the chairmanship of Group of 77 and China for 2022[16].

Though the Group of 77 lists China as one of its members, it does not consider itself to be a member. As a result, official statements of the G77 are delivered in the name of The Group of 77 and China or G77+China. Nevertheless, the Chinese government provides consistent political support to the G77 and has made financial contributions to the Group since 1994.

China's Permanent Representative to the United Nations Zhang Jun said in September 2022 that China would continue to unswervingly support the Group of 77 (G77), to accelerate the implementation of the sustainable development goals (SDG 2030) and achieve mutual development and prosperity. During the 46th "G77 and China" Ministerial Meeting in New York, Zhang said cooperation and solidarity for both sides were needed more than ever, as risks and challenges, such as COVID-19, geographical conflict, climate change and food and energy crisis, were intertwined. Being one of the developing countries, Zhang said China would welcome the G77 members to positively engage in the Global Development Initiative (GDI) cooperation and join the Group of Friends of the GDI, together seeking and building a global development community.[17]

Conclusion

Apparently India has moved closer to the OECD camp ditching its old allies in G77. China has emerged as the leader of the developing south.

On Russia also India has also diluted its previous stand on remaining neutral on Russia-Ukraine war. Though rupee –ruble trade has been agreed between India and Russia, large Indian lenders are reluctant to process direct rupee trade transactions with Russia months after the mechanism was put in place for fear of becoming the target of sanctions by the United States and Europe over the invasion of Ukraine. Lenders with more exposure to the international financial system, and in particular the dollar, are worried their businesses could

be disrupted if targeted by sanctions, reports Reuters.[18] The Bali declaration of G20, India echoed the western perspective of the Russia –Ukraine war and was appreciated by the USA and its allies. In a statement dated November 18, 2022, the White House said, India played an essential role in negotiating the Bali Declaration of the just concluded G-20 Summit in Indonesia. It has applauded Prime Minister Narendra Modi for saying that 'today's era must not be of war'.

OECD and developed world sets the agenda for G20. As an alternative to deep engagement with the developed forums, like G7, G20 and OECD who always dictates terms and insist on linking trade negotiation with binding labour and environment standards, India must explore the possibility of strengthening the Global System of Trade Preferences (G.S.T.P), among developing countries and enter into some mutually beneficial long term trade relations with G77 nations.[19]

[1]https://www.reuters.com/world/india/india-g20-presidency-2023-what-does-it-mean-what-can-we-expect-2022-12-02/

[2] https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/presidency-of-g20-rotational-why-this-spin-around-it-congress/articleshow/95947019.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

[3] https://www.thehindu.com/opinion/editorial/great-responsibility-on-indias-g20-presidency/article66215820.ece

[4] https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/truth-lies-and-politics/the-challenges-india-faces-during-her-presidency-of-g-20/

[5] https://www.investopedia.com/terms/g/g-20.asp

[6] https://www.oecd.org/about/

[7] https://blog.forumias.com/oecd-g20-inclusive-framework-tax-deal/

[8] https://blog.forumias.com/india-wont-make-sovereign-commitment-on-future-digital-services-tax/

[9] https://www.oecd.org/g20/about/

[10] ibid [11] https://www.oecd.org/g20/about/

[12] https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/6/10767/Has-India-Lost-Interest-in-the-Group-of-77

[13] https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/6/10767/Has-India-Lost-Interest-in-the-Group-of-77

[14] https://hindustannewshub.com/world-news/us-vs-india-abandoned-nehrus-policy-broke-ties-with-russia-know-why-america-is-threatening-india-understand-the-game/?amp=1

[15] https://thewire.in/diplomacy/would-prefer-if-india-moves-away-from-nam-russia-top-us-diplomat

[16] https://english.news.cn/asiapacific/20220115/d02b461d279d44fe9862109e40be7c4e/c.html

[17]https://news.cgtn.com/news/2022-09-24/China-voices-continuous-support-to-Group-of-77-Chinese-representative-1dAS7WUSmT6/index.html

[18] https://www.reuters.com/markets/large-indian-lenders-shun-rupee-mechanism-russia-trade-sources-2022-10-10/
[19] https://www.madhyam.org.in/understanding-indias-revamped-fta-strategy/

Dipankar Dey

G20 and Agriculture under Indian Presidency Stock-Taking of Initiatives

জি২০র প্রায় প্রত্যেকটা দেশই খাদ্যশস্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত। ১৫-১৭ জুনের কৃষি কার্যকর সমিতির বৈঠকে ভারতের কৃষিমন্ত্রীর দাবি ভারত কৃষিতে স্বংসম্পূর্ণ। তাঁর আশা বিশ্বের দেশগুলো ভারতের কৃষিজ্ঞান আর দক্ষতাকে ব্যবহার করুক। তিনি বলছেন কৃষি খাতে ভারতে কার্যকর নীতি প্রযুক্ত হয়েছে, অগ্রণী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে, দেশের খাদ্য ব্যবস্থার জন্য বাস্তব ও টেকসই সমাধান বাস্তবায়িত হচ্ছে। অথচ সরকারি তথ্য জানাচ্ছে ২০১২ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ৭০ লক্ষ কৃষক কৃষিকর্ম ছেড়ে বেরিয়েগেছে। কৃষিক্ষেত্রে আয় কমছে বলেই গ্রামীন দরিদ্র পরিবারগুলোয় মাথাপিছু শস্য ব্যবহার কমছে। আমরা দেখেছি কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের নগ্ন কর্পোরেট তোষণের জন্যে দেশজোড়া কৃষক রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, রাজধানী অবরুদ্ধও ছিল - কৃষকদের চাপে সরকারকে বাধ্য হয়ে কর্পোরেটপন্থী ৩টি বিল বাতিল করতে হয়। অথচ জি২০র কৃষি বৈঠকে দেশজোড়া অনাহার ক্ষুধা নিরসনের কথা নেই, বাড়তে থাকা কৃষিপণ্যের দাম কীভাবে রোখা যাবে সে বিষয়ে সরকারি স্তরে ভাবনা নেই। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের পরেও খাদ্য সংকট মোকাবেলার ভাবনা সরকারের আছে বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রসংঘে কৃষি শীর্ষ বৈঠকে সরকারগুলোকে কৃষিবান্ধব হওয়ার আহ্বান জানিয়ে Agricultural Market Information System (AMIS) উদ্যমের আর the Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring (GEOGLAM) গোষ্ঠীর সদস্য হতে ডাক দেওয়া হয়েছে। দুঃখের কথা হল AMIS বা GEOGLAM উদ্যমের সঙ্গী হওয়া তো দূরস্থান এ সব নিয়ে প্রাথমিক ভাবনাচিন্তার অভাব রয়েছে। মাথায় রাখতে হবে পশ্চিমাদের তৈরি WTO AoA বিশ্ববাণিজ্য সঙ্গঠনেরত কৃষিচুক্তি AMIS বা GEOGLAM উদ্যমের পরিপন্থী। আমরা ডাক দিচ্ছি জি২০তে কৃষি নিয়ে যে call for action গৃহীত হয়েছে, সেটি অবিলম্বে বাতিল হোক।

The biggest threat that a large section of the world population is facing today is food insecurity. The cumulative impact of increasing demand and stagnant or declining investment in agriculture has dramatically increased the world food prices

during the last couple of years. Scientists are raising alarms about the risk of simultaneous crop failures occurring in multiple regions across the globe, a catastrophe that poses an underestimated threat to the global food supply. Concurrent crop failures in major crop producing regions constitute a systemic risk as associated spikes in food prices can lead to conflict and under nutrition in countries that rely on imports. Volker Turk, UN human rights chief, warned of a truly terrifying future of hunger and suffering as climate change-driven extremes hit crops, livestock and crucial ecosystems.

The farce of stock-taking

While the G20 group has got all the major surplus food producing countries, but the stock-taking exercise did not choose to address this challenge in a systematic way. At the 15-17 June Agriculture Working Group (AWG) meeting the presentation of Shri Tomar, India's Minister for Agriculture was more about painting a rosy picture. He talked of how India is very prosperous and powerful in the agriculture sector and shares its knowledge and experience in the global interest of the agriculture sector, for which we will be ready in the future as well. Effective policies have been implemented in the agriculture sector, pioneering programs have been implemented, practical and sustainable solutions have been implemented for our food systems.

As per the data presented to the Indian parliament, seven million agricultural households permanently left agriculture between 2012 and 2019. Rural youth and agricultural labourers are reported to have committed suicides under the current dispensation. The lack of employment opportunities and income has resulted in an unprecedented reduction in per capita availability of food grains for the rural poor. The agricultural policy reform of this government is favourable to big business, which the farmers' movement is completely opposed to. Since as large as three quarters of the population are below the poverty line they require their minimum food entitlement and need food ration for mere survival.

Call for Action on Food Security and Nutrition adopted at the G20 Agriculture related initiatives exercise of stock-taking in the meeting of 15-17 June has little to offer to the vulnerable experiencing hunger, starvation and malnutrition. It only focused with concern on excessive price volatility, high prices. While in the context of disruptions being experienced due to war in Ukraine it was vocal, but it chose to ignore the systemic sources of the crisis of global agro-food system. Acuteness and severity of the global agro-food system crisis precedes the Ukraine war. No concrete proposal was placed by the Government of India to the AWG meeting.

The missed opportunity

Neither did the Minister talk at the AWG meeting of renegotiating the World Trade Organization (WTO) Agreement on Agriculture (AoA) that has a systemic bias towards agribusiness driven agriculture and can prevent the Government of India from offering minimum support price (MSP) for agricultural produce to the farmers, nor did he ask the US and EU to review their obstructive stance on the issue of the permanent peace clause required for the security of public food stocks needed to maintain public distribution system (PDS).

Call for Action focused on the promotion of nature based solutions proposed by agribusiness to the UN Food Summit, which the movements have already rejected due to their agribusiness friendliness. Call for Action focused on the contributions of the Agricultural Market Information System (AMIS) initiative and the Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring (GEOGLAM). Call for action affirmed again the commitment of G20 to provide support and strengthen the data collection process through the AMIS and GEOGLAM for greater transparency to avoid the negative impact of food price volatility.

G20's corporate bias will persist

There was not even an attempt to transform the character of the activities being undertaken as part of the AMIS and GEOGLAM initiatives. The AMIS and GEOGLAM reports have a corporate bias written into the forecasts. The initiatives are restricted to providing data only on major crops. These G20 initiatives do not monitor the quantity and quality of diversity of food crops and livestock available for meeting food security needs. Call for action emphasized the need of incentivising farmers in line with WTO obligations to enhance environmental and economic outcomes.

The WTO AoA has been a key barrier to realizing the right to food. The existing rules need to change, but it is unlikely that WTO members can overhaul the AoA to meet long standing demands of equity. The AoA needs to be wound down. Governments should be free to negotiate new international food agreements based on principles of dignity, right to food, self-sufficiency, solidarity, recognition of limits of growth, transformation of the economy and decent work. The WTO AoA based policy paradigm is ill suited for India and the developing world; it was crafted in favour of temperate zones, capital intensive, corporate agribusiness driven, export oriented, peasant insensitive and mass livelihood threatening agriculture pathways. India should have made the case for a renewed Global System of Trade Preferences (GSTP) treaty among developing countries that is consistent with the vision of south-south cooperation and collective self-reliance in the case of agriculture.

Although the G-20 group within the WTO has a historic

responsibility for restoring this vision and making it operative, but the call for Action merely talked of how the WTO at its core is needed in order to enhance market predictability, increase business confidence, and allow agri-food trade to flow to contribute to food security and nutrition. Call for Action prioritized reduction in food loss and waste through finance and market linkages. The syndrome of corporate agriculture continues to govern policymaking. The policymaking community knows that how the food loss and waste is an outcome of the long agri-value chains associated with the pathway of corporate agriculture being protected by the advanced capitalist countries through the WTO's AoA. Call for Action chose to appreciate the work done by the Technical Platform on Measurement and Reduction of Food Loss and Waste.

Reject the call for action adopted on agriculture at G20

Call for Action supported multistakeholder dialogue on agriculture wherein the big business is able to exercise undue influence shall be rejected. The power of big business is the key obstacle in the path formation for sustainable agriculture because the smallholder farmers and small and medium enterprises are held back only by the big business from shifting to sustainable, diversified and resilient agriculture and food systems.

Dinesh Abrol

Shrinking Democratic Spaces

২০১৪য় নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে নাগরিক স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর নগ্ন আক্রমন নামিয়ে ফল হল কর্পোরেটের লুঠ আর রোজগার দ্রুতলয়ে বৃদ্ধি। কর্পোরেট স্বার্থে আইন পরিবর্তন করা, সংসদকে যে কোনও বাহানায় অগ্রাহ্য করা, জনআন্দোলনের ওপরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনাই বর্তমানে কেন্দ্রিয় সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা দেখেছি কীভাবে বেআইনিভাবে ফাদার স্ট্যান স্বামী জেলেই প্রাণ দিয়েছেন। কোভিদের সময়েই দেখেছি দিল্লিতে মুসলমান সমাজের ওপরে নামিয়ে আনা হয়েছে খোলামেলা সন্ত্রাস। শিক্ষা ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের পরিসর ক্রমশঃ কমছে। একদিকে জবাহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য দিকে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গায়ের জোরে সঙ্ঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন দখল নিতে

বদ্ধ পরিকর। বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক গণমাধ্যমের ওপরে নেমে আসছে দমন পীড়ন। সিদ্দিক কাপপম, রুপেশ বহুকাল জেলে বন্দী জীবন কাটিয়েছেন। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা লোপের পরে সেখানে অঞ্চলে অঞ্চলে নেমে আসছে অমানুষিক অত্যাচার। এনআরসি সিএএ ইউসিসি শুধু ভোটের জুজুতে আটকে নেই, আসামে বহু বাঙালি ডি ভোটার চক্রান্তে ডিটেনসন কেন্দ্রে বন্দী। ইডি, সিবিয়াইকে ব্যবহার করে বিজেপি বিরোধী দলগুলোকে ত্রস্ত আর নেতাদের জেলবন্দী করতে আইন বদল করেছে। বিচার ব্যবস্থাকে কুক্ষীগত করতে সরকার উঠেপড়েলেগেছে।

India has witnessed a steady decline in the situation of democratic rights and civil liberties over the past decade and much of this has to directly do with the ascendency of the Modi Govt to power, since 2014. This scenario also has a co-relation with the meteoric rise in the incomes of some of the large corporate houses in the country, their proximity with the current regime, the willingness of the State to tweak a range of laws for corporate interests and unleash repression on people's movements questioning the same, on the ground.

While different governments, across political parties in power, have been authoritarian towards people's movements, the BJP Govt. at the centre and in states where it has been ruling has the worst track record in terms of upholding the democratic freedoms and civil liberties. On numerous occasions, the Government has violated the fundamental rights to freedom of peaceful assembly, association, expression and freedom of movement as guaranteed by the Indian Constitution.A key hall mark of this regime has been the relentless attacks on all dissenting voices – be they from marginalized sections such as dalits, minorities, women or other progressive sections including pro- people journalists, students, academics, activists, advocates etc.

It has been 5 years since some well-known lawyers, activists, trade unions were arbitrarily incarcerated in the infamous 'Bhima Koregaon' case under the draconian UAPA law. With the exception of very few who have received bails on strict conditions, many are still languishing in jails. An 80-year-oldadivisi rights activist Fr. Stan Swamy, a co-accused in the same casedied during institutional incarceration. Many of the other prisoners are also elderly and have keep imprisoned throughout covid, till date.

Two years later, in the wake of the pandemic, and anti-muslimviolencein Delhi, the Government unleashed another major wave of repression on the equal citizenship protests, majorly led by women and students. Yet again, cases under sedition and UAPA were slapped against dozens of young activists and a grand 'conspiracy' narrative was spun to shut down some of the most vocal, pro-democracy voices in the country. Many of those arrested are yet to receive bails. Democratic and civil liberties movements and groups across the country have been relentlessly campaigning for the repeal of draconian laws like UAPA and sedition, upholding the right to bail and, freedom of all political prisoners.

The historic farmers resistance against the three pro-corporate farm laws forced the Government to relent and withdraw the laws, after an entire year of protests, but only after a heavy cost of the 'deaths' of 750 + farmers and intense repression on and vilification of the farmers movement. More recently, internationally renowned women wrestlers hit the streets seeking action against a ruling party MP, Mr. Brij Bhushan Singh, accused of sexual harassment and rape. However, the Govt. refused to arrest him and let lose brutal police violence on the protesting women.

The shrinking democratic space within educational campuses, clampdown on academic freedoms, terrorizing of students organizing for legitimate causes, introduction of right-wing and anti-science- oriented curricula have come to define the university spaces, in the last decade. Braving all repression, young students continue to fight back, only to be faced with violence, arbitrary notices, roadblocks in pursuingeducation, false cases and even arrests.

The near capture of most mainstream media by the Govt and its favored corporates, turning it into a pro-establishment institution has had a debilitating impact on the freedom of the press. On the other hand, independent media houses (such as News Click, The Wire), freelance journalists face the brunt for reporting truth to power. While a few cases of jailed journalists like Siddique Kappan, Asif Sultan, Rupesh have occasionally been reported, the iron rod of the state on media makes it hard for ground-level reporters to disseminate news freely and without fear of repercussions.

The en masse gagging of media in Kashmir, post abrogation of Article 370 has been one of the most shameful episodes of the last decade.Multiple instances of internet shut down over prolonged periods in places like Kashmir, Uttar Pradesh, Assam has also impacted free flow of credible news, while the pro-govt media and its toxic digital ecosystem is given a free hand spread misinformation and hate.

Another key feature of the regime has been the systematic ways in which statutory institutions have been debilitated, compromised and even weaponized against those seeking accountability. On the one hand, key posts in numerous important commissions such as NHRC, NCW, NCPCR have been filled in by those whose ideology aligns with the Hindutva right-wing government. On the other,central agencies such as the CentralBureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED) are selectively pressed into service to hunt down political opponents. The manner in which the Government has tried to interfere with judicial opponents has eroded the important tenet of separation of of powers.

Both inside the Parliament and outside, the voice of the Opposition is sought to be muted and muzzled. The specter of cases and raids keeps many in the 'Opposition stables' in check. This regime has infact even resorted to toppling down of democratically elected state governments

through unfair means (Ex Maharashtra). Legislations like the Prevention of Money Laundering Act have been used recklessly to stifle some of the most democratic voices; a recent case in point being the persecution of academic and activist Dr. Navsharan Singh.

The regime has also vindictively gone after those who exposed the role of the Prime Minister (the then Chief Minister),during the Gujarat pogrom of 2022, in which large numbers of muslims were butchered. The arrest of activist – journalist Teesta Setalvad (who later received bail) as well as the arrest of Sanjeev Bhatt, a high-ranking police official who brought to light the PM's complicity (in another 30-year-old case), are indeed instances of vendetta.

A very large number of NGOs that rely on FCRA for institutional funding to work with different marginalized sections have been starved of funds, because their FCRA renewals have either been cancelled or withheld indefinitely! This has severely impacted the work of numerous organizations whose interventions have been helpful for communities in distress or facing neglect of the state.

The trend of even persecuting lawyers who stand with oppressed people and communities defending their lands, forests and minerals from 'extractive development' is deeply worrying. The most recent in this saga is the case foisted against Adv. Ritwick Dutta, who has received global recognition for his work on ecological justice. Adv Shoaibh, another 80-year-oldwidely-respected civil liberties lawyer was detained last month arbitrarily by the UP police. If even such well-known lawyers are not spared, this does have a chilling effect on lawyers at the district and lower levels, who fight at greater risks. Democratic spaces have shrunk quite literally, over the years. Even in the capital, places like Jantar Mantar which were once relatively more vibrant spaces of protest have now been heavily militarized.Restrictions on the numbers of people who can protest, ultra-bureaucratic methods of seeking (read denying) permission, constant surveillance are all ways to frustrate people's resistance. A case in point is the massive hardships created for some of the most marginalized landless workers who came to Delhi from different states during Feb-March'23 to protest budgetary cuts in NREGA, delayed payments and centralized digitalization. The 100-day protest had to be cut short to 60 days because of the difficulties in 'seeking permissions'! Likewise, permissions for socio- political events in meetings halls, press clubs, university rooms are routinely denied / cancelled in whimsical ways.

As India marks 48 years of the 'Emergency', we are indeed going through a dark phase of undeclared yet everyday emergency, dismantling the constitutional and democratic rights frameworks. In such a situation of intense repression, where people's rights are being bulldozed by a police state, it is indeed criminal for the Modi regime to put up a show that 'all is well' before the G- 20 nations and the world-at-large.

Labour and Employment at the G20

G20-এর যে ফোরামে শ্রমের বাজার নিয়ে আলোচনা চালানোর দায়িত্ব ছিল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রীদের নিয়ে তৈরি এমপ্লয়মেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপএর (EWG)। Labour20 (বা L20) সদস্য রাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে যাতে তারা EWG-র এজেন্ডা প্রতিফলন করে এবং EWG-এর কাছে নানান ইস্যু সুপারিশ করে। G20-তে ভারত যেহেতু সভাপতি, তাই ভারতীয় মজদুর সংঘ (RSS-এর অংশ, বিজেপির রাজনৈতিক অংশ) L20-র সভাপতি। তারা ২০২৩ সালে, ভারতে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিবেচনার জন্য তারা এই কটা অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে: ক) বিশ্বজনীন দক্ষতার ঘাটতি আলোচনা, ২) গিগ আর প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতি, ৩) টেঁকসই সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোয় বিনিয়োগ জোগাড়। সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বাড়তে থাকা জনসংখ্যা। শ্রম স্বীকৃতির জন্য দক্ষতার শ্রেণীবিন্যাস, দক্ষতার ম্যাপিং আর মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। গিগ এবং প্ল্যাটফর্ম অ্যাপের কাজকে কর্মীদের 'কাজের সময় এবং কাজের স্থানের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে, [তাদের] শ্রমবাজারের সাথে জোড়ার'র কথা বলা হয়েছে। সার্বজনিক সামাজিক সুরক্ষায় নূন্যতম মজুরির দাবী উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। আর্থিক কাঠামো বিস্তৃত করে আরও 'অ্যাকমোডেটিভ ম্যাক্রো ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক' গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। এত সব সব বাগবিস্তার সত্ত্বেও, L20 শীর্ষ সম্মেলনের বিবৃতিতে দৃঢ় পদক্ষেপে শ্রমবান্ধব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করার কথা বলা হয় নি। শ্রমিক সমস্যার মূল কারণ তারা সনাক্ত করতে পারেনি। বিশ্বজুড়ে পশ্চিমা দেশগুলিতে শ্রম অভিবাসীদের জন্য বড় রকমের বাধা, মজুরি আর সুবিধার তারতম্য আছে। আমাদের দাবি আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে উদারীকৃত, নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে হবে। প্রধান আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন করিডোরগুলির স্থায়ী সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। অতি অবশ্যই অভিবাসী শ্রমিকদের হিংসাত্মক জাতিবিদ্বেষী রাজনৈতিক লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে আটকাতে হবে। ভারতের মতো দেশের তরুণরা চাকরি আর রোজগারের সংকটে ভুগছে। চাকরিদাতারা গিগ শ্রমিকের দায়িত্ব না নেওয়ার তাদের সুরক্ষা অনিশ্চিত। তাছাড়া উপযুক্ত আইনেরও অভাব আছে। অস্থায়ী আয়ের গিগ কর্মীরা অসম প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হয়। উপযুক্ত কাজের সুযোগের অভাব এবং আয় তৈরির উপায়গুলি কমতে শুরু করার ফলে তরুণ কর্মীদের প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতিতে খণ্ডকালীন, অনিশ্চিত এবং কম বেতনের কাজ করতে বাধ্য করায়। সংক্ষেপে এই সমস্যা দুর্দশা এবং দীর্ঘস্থায়ী ছদ্মবেশী কর্মসংস্থানের লক্ষণ। প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতিতে আরও ডেটা তৈরি করা EWG-এর মূল লক্ষ্য। কিন্তু ডেটা তো সমস্যার সমাধান করে না। ডেটা নির্ভর সমাধান টেকনোক্র্যাটিক পদ্ধতির একটি সর্বোত্তম উদাহরণ। এ সব রাজনৈতিক বিকল্পকে পিছনে ঠেলে দিতে চায়। এই সরকারের সময়ে বড় পুঁজির মালিকরা (বিশেষ করে আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সম্পত্তির) নতুন প্রযুক্তিতে মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। গিগ কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সংগ্রামের জন্য মৌলিক উপায়ে ডিজিটাল

অর্থনীতিকে পুনরায় তৈরি করা প্রয়োজন। L20-র বিবৃতি, 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন লাভের যুক্তি অনুসরণ করে এবং মানুষ এবং শ্রমিকদের সুস্থতার যুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়' অবস্থা বিশ্লেষণের সূচনাবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা এবং এর টেকসই অর্থায়ন: সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের যে কোনো আলোচনা অবশ্যই একটি বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু করতে হবে কেন অধিকাংশ শ্রমিকের কাছে সেই সুরক্ষা নেই। ১০ জনের ৯ জন কর্মীরই সামাজিক নিরাপত্তা নেই। অথচ গত ৩ দশকে জিডিপি বেড়েছে, ধরণীদের সম্পদ আকাশ ছুঁয়েছে। আমরা যে বিকাশের মডেল অনুসরণ করছি, সেটা কর্পোরেটস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। বাজারে অপেক্ষা করে থাকা বিপুল পরিমানে সস্তা শ্রম কর্পোরেট-স্বার্থ উপযোগী। আমাদের এমন একটি ব্যবস্থা দরকার যা শ্রমিকের অনুকূল কাজের সুযোগ তৈরি করে দেবে এবং সমাজে অর্থনৈতিক লাভের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করবে।

The forum in the G20 that is tasked with discussions of labour market related issues is the Employment Working Group. The EWG comprises the labour and employment ministers of member states. It has a multi year mandate which is reviewed annually and renewed when deemed necessary. Labour20 (or L20) is the engagement group that comprises trade unionists from member states to reflect on the EWG's agenda for the year and make recommendations to the EWG. In 2023, with India's presidency of the G20, the Bhartiya Mazdoor Sangh (part of the RSS, of which the current ruling party - the BJP, is the political arm) is the appointed Chair of the L20.

The Agenda

In 2023, the Employment Working Group has identified the following priority areas for consideration:

1. Addressing the Global Skills Gap
2. Gig and Platform Economy and Social Protection 3. Sustainable Financing of Social Security

There is a summary rationale and a few expected outcomes provided for this selection. In short it states thus.

For priority area 1, the demographic differences are identified as the main reason. Comprehensive skill mapping and assessment along with adoption of common skill taxonomies to ensure recognition of skills across borders are the expected outcomes.

For priority area 2, while gig and platform work is seen as allowing workers to "transcend the limitations of work-time and workspace, enabling [them] to integrate with the labour market", it is acknowledged that there are challenges in providing them social security in the absence of traditional employer-employee relationships. Sharing of best practices across countries, production of better statistics and classifications to capture types and number of workers in the platform economy are the expected outcomes.

For priority area 3, there is an acknowledgement that providing social security to a large population remains a challenge and that

alternate avenues to generate and expand resources for provision of the same must be sought. Sharing best practices, deliberations on prioritisation within welfare entitlements that comprise social security, international development assistance to support social security and policy options to ensure sustainable financing of social security are the expected outcomes

The L20 discussions were shaped around five themes, for each of which a "task force" drafted short reports that were discussed in the L20 Summit on 22nd and 23rd June. The themes broadly overlap the priority areas set by the EWG. These were:

1. International Migration: Portability of Social Security 2. Universal Social Security; 3. Skill Development: Roles and Responsibilities of Stakeholders; 4. Changing World of Work: New Employment Opportunities in G20 Countries 5. Women and Future of Work

The agenda set by these themes mirrors that of the EWG, save for the specific focus on women workers as a standalone report. Some of the framing of the issues in the L20 Summit statement, which represents the consensus position of participating delegates, is commendable.

The Changing World of Work report, which focuses on technological changes, acknowledges increasing inequality and the digital divide. It states a key fact: "The structural dynamics and powers at work create 'good ' or decent jobs only for a limited number of high-skilled people, producing increasingly unequal societies with extremely rich people and many extremely poor people." It says that controls should not be left to the market and the state should control innovation and power concentration. Along with the report on Women and Future of Work, it highlights the large potential for job creation in the care economy and the need for having regulations to protect workers. The report on Universal Social Security makes a mention of the need to address low wages and speaks of the need to expand fiscal space and adopt a more "accommodative macroeconomic framework". Despite these acknowledgments, the statement adopted at the L20 Summit lacks any concrete steps or a vision of a labour friendly economic scenario. It stops short of identifying the root causes of the problems faced by workers.

Problems of Framing

Having outlined the G20 approach to workers' concerns, we look now at their limitations. This section is divided into three segments covering the broad priority areas and overlapping discussion in the L20.

International Migration and Skill Development: The rationale cited for the need to create a Skill MIS and adoption of common standards for recognition of skills across borders was the demograph-

ic differences between the member countries. Let us unpack that.

The G20 is comprised of some of the youngest and most populous countries such as India and China that happen to be developing economies, as well as of countries with ageing populations such as Japan and Italy that happen to be relatively more developed economies. It implies a shortage of workers with specific skill-sets across ageing countries and a potential need of workers from developing countries. The regimes in these developing countries see this requirement as an avenue of employment for their workers.

Developing countries with a young, trainable workforce are thus in an advantageous position. However, developed countries across the world have high barriers for labour migrants and wage and benefit differentials as well. There is a need to ensure liberalised, safe and dignified labour migration across international borders. Research on major international labour migration corridors have highlighted significant enduring problems that need to be addressed. These include a predatory recruitment industry that passes costs to low income workers from developing countries resulting in increasing indebtedness, harsh working and living conditions for migrant workers (even in so called developed countries such like the USA and the UK), lack of unionisation among migrant workers and political targeting of migrant workers.

Platform Economies and Technological Advancement: To view the gig or platform economy as allowing workers to transcend the "work-time and work-space limitations" so that more of them can be integrated in the labour market is absurd. It shows a disconnect from the reality of labour markets, especially in countries like India where young working age adults are suffering from the worst employment crisis in the country. Gig work is notoriously precarious characterised by a total lack of employer responsibility, which is legally invisibilised due to a lack of regulations. Gig workers compete for temporary streams of income at exceptionally low rates. The availability of millions of tech-literate young workers forms the bedrock of accumulation for digital businesses, especially those involved in online retail and service delivery. It is the lack of decent work opportunities and the extreme scarcity of avenues of income generation that pushes young workers to take up part time, precarious and low paid work in the platform economy. In short it is a sign of distress and chronic disguised employment in the country.

Generating more data on the platform economy seems to be the focus of the EWG. Data by itself is not going to provide solutions. This is a classic example of a technocratic approach that seeks to invisibilise the political choices being made. There is a very obvious case for introducing regulations and ensuring compliance in the plat-

form economy. Technological advancement results in greater labour productivity and efficiency, thus creating more "value". To harness the potential of digital technologies it is necessary to ensure that the increased value created is adequately distributed. Under the current regime, owners of capital (of financial and technological property in particular) benefit from deployment of new technology.

The struggle to ensure social security for gig workers requires re-making the digital economy in fundamental ways. The modest admission in the L20 statement, "Technology innovation follows the logic of profit and not enough of the logic of people and workers' well being.", needs to become the starting point of analysis.

Universal Social Security and its Sustainable Finance: Any discussion of providing universal social security must start with an analysis of why the majority of workers do not have it. 9 out of 10 Indian workers do not enjoy any social security benefits. This situation has persisted through more than 3 decades of deregulation and liberalisation of the Indian economy, accompanied by high GDP growth. The economic model we have been following champions a small segment of large corporations over all other segments of society and equates their growth with the development of the nation. One of the key characteristics of the Indian economy post liberalisaiton has been increasing flexibilisation of labour and deregulation of labour relations. This has ensured fragmentation of workers and a lack of bargaining capacity for labour. It has worked well for large businesses that have a ready supply of cheap labour. But it has also ensured that the bulk of Indian workers remain at very low wages and without benefits. This is why social protection has been the dominant policy option in India, as opposed to social security. Lack of formal work (i.e. established/ registered employer-employee relations) and low wages leave no option. Hence it must be acknowledged that there are structural reasons for the lack of social security in India where the gains of economic growth are cornered by a small section of society.

The perspective underpinning the EWG vision of social security is bound to create friction with the prevailing economic model, which valourises profits over all else. While talking of universal social security, under the best of circumstances all it can provide is a truncated version of the same. This is evidenced in the highly technocratic terms of reference. One of the expected outcomes for sustainable financing of social security is "recommendations on which welfare entitlements should be prioritised based on available fiscal space". This shows there is a clear hierarchical relation in this view, between the world of capital which will drive a self-serving "economic growth" and the needs of the mass of workers who must be provided for despite reducing corporate tax rates. This is bound to fail.

It is only when we question the structural dynamics resulting from in-built power differentials in our economy that we can arrive at solutions that prioritise people and not profits. Otherwise our attempts at trying to provide social security and welfare will continue to be at odds with how the economic system is designed. Instead we need a system that creates decent work opportunities and ensures a fair distribution of economic gains in society.

উই২০ সম্মেলনের বিবৃতি

কর্পোরেট লাভের বাইরে জনগণ এবং পরিবেশ, ন্যায়পূর্ণ, সবাইকে নিয়ে, খোলামেলা আর সাম্যময় ভবিষ্যতের বিবৃতি We20 শীর্ষ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

সমাজের বিভিন্ন থাকবন্দী শ্রমিক সংগঠন, জন আন্দোলন, জনসমাজের প্রতিনিধি এবং আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে থাকা ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে We20 জনগণের শীর্ষ সম্মেলন দিল্লিতে আয়োজিত হয় ১৮ থেকে ২০ আগস্ট, ১৮তম জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিবাদস্বরূপ। We20 সম্মেলনে ৯টি আলাদা আলাদা থিমে বহু কর্মশালা আয়োজিত হয়, ১) জি২০ এবং ভারতের সভাপতিত্ব; ২) তথ্যের অধিকার, ডিজিটাল তথ্য এবং নজরদারি; ৩) জলবায়ুর পরিবর্তন, পরিবেশ, জীববৈচিত্র এবং এর সঙ্গে জুড়ে থাকা মানবাধিকার; ৪) বিশ্বজোড়া বিনিয়োগ, বড় ব্যাঙ্ক এবং জনগণের ওপর প্রভাব; ৫) কৃষি ও খাদ্য সুরক্ষা, ৬) অসাম্য, শ্রম অধিকার এবং

সামাজিক সুরক্ষা; ৭) পক্ষপাতশূণ্য, টেঁকসই, অংশগ্রহণমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শহর; ৪) ফ্যাসিবাদ এবং প্রান্তিকতা এবং ৯) ধনসম্বলের ওপর নির্ভরশীল কৌমগুলোর অধিকার রক্ষা। এই সম্মেলনে ১৮টা রাজ্য থেকে ৫০০র বেশি শ্রমিক, খেটেখাওয়া, দলিত, আদিবাসী, অন্যভাবে দক্ষ, জাতি এবং ধর্মীয় সংখালঘু, কৃষক, কারিগর, ধীবর, জঙ্গলে কাজ করা মানুষ, হকার, অসঙ্গঠিত শ্রমিক, শিক্ষাবিদ এবং জনসমাজের প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন।

৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জি২০র শীর্ষ সম্মেলনে পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিরা মূলত কর্পোরেটদের স্বার্থরক্ষা করবে এবং একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার বিরোধী অবস্থানে থাকা বিশ্ব ব্যাঙ্ক, এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রণীত নব্যউদারবাদী নীতিগুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে। আমরা মনে করি, জি২০র শীর্ষ সম্মেলনে আগত রাষ্ট্রপ্রধানেরা জনগণের জীবন-জীবিকার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যায়পূর্ণ, বিচারদায়ী, খোলামেলা, সাম্যময় আর্থিক, সামাজিক বিকাশ ব্যবস্থা আর ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরিতে সময় ব্যয় করুন।

We20 সম্মেলনে যে সরকার মানসিকভাবে ধাক্কা খেয়েছে তার প্রমান সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে তারা সম্মেলনস্থলে প্রতিনিধিদের আসতে বাধা দিয়েছে, দিল্লি পুলিশ তৃতীয় দিনে সম্মেলন করার অনুমতি প্রত্যাহার করেছে। বলপ্রয়োগে জনগণের প্রতিবাদ জানানোর গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ জানালাম।

জি২০ সম্মেলন এমন এক সময়ে ভারতে আয়োজিত হচ্ছে যখন বিশ্বজোড়া বৈষম্য আকাশ ছুঁয়েছে, শ্রমিক, কৃষক, ধীবর, দলিত, আদিবাসীদের অর্জিত অধিকার পরিকল্পনামাফিক ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, খাদ্যশস্য আর জ্বালানির দাম আকাশ ছুঁয়েছে, প্রকৃতি ফুঁসে উঠছে, পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে দিকে দিকে, এবং গণতন্ত্রের পরিসর প্রত্যেক দিন একটু একটু করে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। দিল্লি এবং বিভিন্ন শহরের জি২০ সম্মেলনের বৈঠকগুলোয় ব্যাপক উচ্ছেদ চালানো হয়েছে, মানুষের জীবন-যাত্রার ওপর চরম আঘাত নামিয়ে আনা হচ্ছে, শহরে থাকা খেটেখাওয়াদের ওপর বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে, পুনর্বাসন ছাড়া বেআইনি উচ্ছেদ চলছে। ১৩ জুলাইএর গণশুনানির সমীক্ষায় আমরা দেখেছি কীভাবে নির্দয়ভাবে, কোনওরকম পুনর্বাসন না দিয়েই শহরের নিম্নআয়ের মানুষদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। শহর সাজানোর নামে পুনর্বাসন না দিয়ে খেটেখাওয়া জনগণের ওপর এই ধরণের অত্যাচারের দ্বর্থহীনভাষায় প্রতিবাদ করি।

খেটেখাওয়া মানুষের দেয় রাজস্ব থেকে বিপুল অর্থ বিজ্ঞাপনের মত অপচয়ী কাজে লাগানো হচ্ছে - অথচ এই সময়ে জ্বালানির দাম প্রভূত বেড়েছে, দেশজোড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জীবন জীবকা যখন ধ্বংসের মুখে এবং ত্রাণ ব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকা প্রায় নগণ্য, সে সময় জি২০র বাহানায় বিজ্ঞাপনের নামে কর্পোরেরটদের তহবিলে টাকা দেওয়ার উদ্যমে We20 সম্মেলন প্রতিবাদ জানাচ্ছে। গত কয়েকমাসে কেন্দ্র রাজ্য সরকারগুলো মিলিতভাবে যেভাবে গণতন্ত্র হত্যা করেছে, নানান বাহানায় খেটেখাওয়া মানুষের জীবন জীবিকা ধ্বংস করছে, নিম্ন আয়ের এলাকা পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা আদতে সরকার বাখানে ‘গণতন্ত্রের পীঠস্থান’ শব্দবন্ধকে হাস্যকর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে।

আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামো খুব তাড়াতাড়ি পুনর্গঠন করা

দরকার। প্রাক্তন উপনিবেশি শক্তিগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ সংগঠন বিশ্বব্যাঙ্ক, এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, এশিয় অবকাঠামো এবং বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রাক্তন উপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যস্বার্থী শক্তিগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে এবং কোনও দেশের আর্থিক, সামাজিক নীতি গ্রহণ এবং রূপায়নে এদের ভূমিকার নিন্দা করি। পরিকাঠামো প্রকল্পে এই সঙ্গঠনগুলোর বিনিয়োগের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকায় ধাক্কা পড়ে, তাদের উচ্ছেদ হতে হয়, এবং পুনর্বাসনের সুযোগই থাকে না। বিভিন্ন বড় বড় প্রকল্প চালানোর বাহানায় আম-সম্পদকে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে, প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে, শ্রম আইন মানা হচ্ছে না, জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কর্পোরেটের স্বার্থ অতিরিক্ত প্রাধান্য পাচ্ছে। বিনিয়োগ করা কোম্পানিগুলো সরকারকে জনস্বার্থ-বিরোধী আইন আনতে বাধ্য করছে - যেমন তিন কৃষি বিল, পর্যাপ্ত পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা ছাড়াই জমি এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিকে পণ্যায়িত ও বেসরকারিকরণ করছে, খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে। এটি সাংবিধানিকভাবে দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসন এবং দেশগুলোর জাতীয় নিরাপত্তাকেও অস্থিতিশীল করবে। আমরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে আরও বেশি সরকারি নিয়ন্ত্রণের দাবি করি এবং দক্ষিণের দেশগুলোয় ঋণ সংকটের সমাধান হিসাবে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করি।

G20 এবং তার মতই অন্য জোটমঞ্চ জলবায়ু সংকটের বাজার-ভিত্তিক মিথ্যে, ফোলানো বেলুনের সমাধানের আশ্বাস দিয়ে প্রকৃতির বেসরকারিকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের বাজারিকরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ-নির্ভর কৌম আরও বেশি বঞ্চিত হচ্ছে এবং দেশে দেশে আরও বেশি ঋণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আমরা বর্ধিত ঋণমুক্ত জলবায়ু অর্থায়নের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি। এছাড়াও দাবি করছি দেশগুলোর ঋণ বাতিল করুক, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার থেকে পর্যায়ক্রমে বেরিয়ে আসুক, প্লাস্টিক উত্পাদন অবকাঠামো এবং বর্জ্য থেকে শক্তি উদ্ভিদে বিনিয়োগ বন্ধ করুক, ক্ষতিকর গ্যাসের নির্গমনকে নেট শূন্য নয় প্রকৃত শূন্যে হ্রাস করুক এবং টেকসই এবং জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক কৃষিবিদ্যা ব্যবস্থার অগ্রগতি করুক। ইতিমধ্যে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত কৌমগুলির অভিযোজন এবং প্রশমনের জন্য উল্লেখযোগ্য সরকারী ব্যয় বাড়ানো, প্রকৃতি-নির্ভর কৌমগুলির যৌথ শাসন ও পরিচালনার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আমাদের বাঁচাতে এই ধরণের কৌমগুলোর জন্যে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি জরুরি এবং জল, বন, ভূমি ও বায়ু বাঁচানো দরকার।

আমরা ডব্লিউটিও-তে কৃষি সংক্রান্ত চুক্তি এবং উদীয়মান দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খাদ্য শাসনের কর্পোরেট পুঁজির দখলদারি প্রত্যাখ্যান করি। কৃষি স্থায়িত্ব এবং খাদ্য নিরাপত্তা আজ জ্বলন্ত সমস্যা, বিশেষ করে ইউক্রেনের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এবং খাদ্য ও কৃষিতে বিশ্বায়িত বাণিজ্যের কারণে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে বাধা তৈরি হচ্ছে। কৃষির উপর জলবায়ুর দুর্যোগের প্রভাব এবং কৃষি ব্যবসা-চালিত কৃষিতে IFI-এর চাপ ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি করছে। ভারত সরকার ২০২০তে তিন কৃষি আইন হল বিশ্বব্যাংক, IMF এবং WTO-র কৃষি ও খাদ্য ভর্তুকি হ্রাস এবং খাদ্যশস্যের গণভাণ্ডার ধ্বংস করার নীতির প্রত্যক্ষ ফল। আমরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত

কৌমের চাহিদা, অধিকার এবং দাবি মোকাবেলা করার জন্য অবিলম্বে সমন্বিত পদক্ষেপের দাবি জানাই, জনবন্টন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে এবং খাদ্য ব্যবস্থাকে আমূল পুনর্গঠনের আহ্বান জানাই যেখানে খাদ্য ন্যায়বিচার এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব কেন্দ্রীয়, এবং যেখানে সম্মান, মানবাধিকার, কৃষি বাস্তুবিদ্যা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, লিঙ্গ সাম্য এবং বৈচিত্র্য, যুব সংস্থা, জলবায়ু ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ-নির্ভর সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

জি২০ ধনী দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং পুঁজি সংহতির উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিক এবং আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষত করার (FTA) জন্য চাপ দিচ্ছে - অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যের সাথে ভারত স্বাক্ষর করেছে বা স্বাক্ষর করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চুক্তির শর্ত বেশিরভাগই মানুষের অজানা। আমরা বিশ্বাস করি যে বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা ভেঙে গেছে। বিশ্বের আশু প্রয়োজন অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং কর্পোরেট স্বার্থ ও লোভ মুক্ত সহযোগিতার ভিত্তিতে নতুন বাণিজ্যে ব্যবস্থা তৈরি করা।

ক্রমবর্ধমান বৈষম্য আজ বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাষ্ট্রসংঘ দাবি করছে কোভিদ মহামারীতে লিঙ্গ সহ সমস্ত ধরণের বৈষম্য শীর্ষে পৌঁছেছে। ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের মূল কারণ হল কর্পোরেট পুঁজির কাছে নমনীয় জাতি-রাষ্ট্র এবং তার উদ্যোগে অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী সম্প্রসারণ, ক্ষমতাশালী ধনীদের কর ফাঁকি এবং কর ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া, ধনী শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা, খাদ্য উৎপাদনকারী এবং প্রকৃতির স্বার্থ বিরোধী কর্পোরেশনগুলোর আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। ট্রেড ইউনিয়নকে দুর্বল করে, শ্রমিক বিরোধী আইন ও নীতি বাস্তবায়ন, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অনুপস্থিতি এবং কর্মক্ষেত্রে অটোমেশনে শ্রমিকদের দর কষাকষির ক্ষমতাকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে। বৈষম্য কমানোর জন্য বাস্তবিক, সময়সীমাবদ্ধ লক্ষ্য এবং কর্মপরিকল্পনার দাবি জানাই, ধনীদের ওপর কর বাড়িয়ে সম্পদ সংহত হওয়ার প্রবণতা কমাতে, কর্মসংস্থান তৈরিতে, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা সহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অধিকার এবং নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রক্ষার দাবি জানাই। কোম্পানির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বোর্ড, লিঙ্গ বেতনের ব্যবধান দূর করা, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের নির্দেশিকা নীতি অনুসরণ করা, শ্রমিকদের সাথে মুনাফা ভাগাভাগি করা, দলিত, আদিবাসী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা করা এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করার দাবি জানাই।

আমরা 'এক স্বাস্থ্য' পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসেবার পণ্যকরণ এবং বেসরকারীকরণের তীব্র বিরোধিতা করি। কোভিদ সময়ে কর্পোরেট লোভের সঙ্গে লাভ বেড়েছে। কর্পোরেটদের বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার বাতিল করতে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা এবং প্রযুক্তি ভাগ করার ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক সহযোগিতা তৈরিতে জি২০ ব্যর্থ। তাদের স্বাস্থ্য এজেন্ডা ধনী দেশ, ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন এবং জনহিতকর ফাউন্ডেশনের স্বার্থে নিবদ্ধ। অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক, অভিবাসী শ্রমিক এবং দরিদ্রদের উপর কোভিদ মহামারীর প্রভাবকে কমিয়ে দেখানোর ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টা বিদ্যমান।

আমরা শিক্ষা ও নীতির (যেমন ভারতের নতুন শিক্ষা নীতি) বেসরকারীকরণের

বিরুদ্ধেও দৃঢ় প্রতিবাদ জানাই এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরে শিক্ষার পরিকাঠামোতে আরও সরকারি ব্যয়ের দাবি জানাই।

আমরা জি২০র নীল অর্থনীতির এজেন্ডা প্রত্যাখ্যান করি। এর লক্ষ্য অর্থনৈতিকভাবে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, সম্পদ শোষণ এবং সংরক্ষণকে লাভজনক উদ্যোগে পরিণত করা। সামুদ্রিক জীবন এবং টেঁকসই পর্যটন রক্ষা, পুঁজি-নিবিড় বড় মাপের জলজ চাষের সম্প্রসারণ, উপকূলীয় অবকাঠামোর কর্পোরেটাইজেশন, ব্লু বন্ডের মতো নতুন আর্থিক উপকরণ প্রবর্তন, কর্পোরেশনগুলিকে লাভবান করার জন্য পরিবেশ সুরক্ষা আইনগুলিকে সহজ করার নামে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য চাপ এবং জীবাশ্ম জ্বালানী সমুদ্রের দৃশ্য ব্যবহারের জন্য লোভ অত্যন্ত নিন্দনীয়। জি২০র নীল অর্থনীতির এজেন্ডা হল বেসরকারি কর্পোরেশনগুলোর সমুদ্র সম্পদ তোলা, খনন এবং দখলের একটি পদক্ষেপ যা সমুদ্রের মানুষ, পরিবেশ এবং সামুদ্রিক পরিবেশের জন্য বিধ্বংসী পরিণতি ঘটাবে।

আমরা ‘বি-রেডি’ নামে বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একমুখী সাধনার জন্য পরিবেশগত ও পরিবেশগত সুরক্ষার দুর্বল হয়ে পড়ায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ভারতে, গত কয়েক বছরে, প্রায় প্রতিটি পরিবেশগত, সামাজিক এবং শ্রম আইন এবং নীতিকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে তার কার্যকরিতা কমানো হয়েছে, যা জাতীয় এবং বৈশ্বিক পরিবেশের পতন ঘটাবে।

আমরা দাবি করছি যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা আরও বেশি মানবকেন্দ্রিক হোক।

আমরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও স্থানের অবক্ষয়, সাংবিধানিক মূল্যবোধ, জনসমাজ, গোষ্ঠী, মানবাধিকার সংগঠন এবং শিক্ষা সংস্থার উপর আক্রমণ, ডিজিটাল নজরদারি এবং ডেটা গোপনীয়তার ব্যবহার, তথ্যের অধিকার সম্পর্কিত আইনের দুর্বলতা, ভিন্নমত, জনগণের কণ্ঠ দমন করার জন্য সরকারী সংস্থার অন্যায় ব্যবহার এবং দক্ষিণপন্থী শক্তির সামাজিক বৈরিতা এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং অপরাধীকরণের তীব্র নিন্দা জানাই। ভারতে, আমরা জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের কয়েকদিন আগে মণিপুর ও হরিয়ানায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বৈরিতা এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসাবে ছদ্মবেশী বেসরকারী পুঁজিপন্থী সুশীল সমাজ সংস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে সি২০তে সুশীল সমাজের কণ্ঠস্বর দমানো কৌশলের নিন্দা করি। আমরা অংশগ্রহণমূলক ও বহুপ্রতিনিধিত্বের গণতন্ত্র এবং সমান নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ এবং তাদের আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার আহ্বান জানাই।

আমরা আবারও বলছি, জি২০ হল কয়েকটা দেশের একচেটিয়া অভিজাত ক্লাব, যারা বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবন জীবিকা রক্ষায় ক্রমাগত ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদকে বৈধতা দেওয়ার একটি হাতিয়ার হয়ে নব্য উদারবাদ, বাজার পুঁজিবাদ এবং বিশ্বায়ন বাণিজ্যের প্রতি আদর্শিকভাবে অঙ্গীকৃত হয়ে গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ ঘটায়। সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং শাসনকর্ম কিছু হাতে গোণা মানুষের কেন্দ্রীভূত অনুশীলনে পরিণত হয়েছে; আমরা জনগণের কণ্ঠস্বর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার দাবি করি। জি ২০ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শাসন, বাণিজ্য, অর্থ, পরিবেশ, উন্নয়ন এবং জলবায়ু

সংক্রান্ত প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বহুপাক্ষিকতাকে ক্ষুন্ন ও হাইজ্যাক করছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বলি যে জি ২০র 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত' শ্লোগান, বৈচিত্র এবং জনগণের স্বরের বিভিন্নতাকে দমন করে।

আমরা সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি, জনগণের আন্দোলন, সুশীল সমাজের সংগঠন, মানবাধিকার রক্ষা সংগঠন এবং প্রগতিশীলদের মধ্যে সুদৃঢ় দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা এবং বিশ্বজোড়া জনগণের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, খোলামেলা এবং ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যতের দাবিতে সংহতি ও ঐক্যের আহ্বান জানাই।

আমরা জোর দিয়ে বলছি জি২০র সদস্য দেশগুলো জুড়ে মানবিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রকৃত, ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত এবং পরিবেশগতভাবে জ্ঞানী উপায়ে হাজার হাজার ভূমির সঙ্গে জুড়ে থাকা, কৌম-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ থেকে সরকার এবং অন্যরা শিখুক এবং কৌমগুলির স্বার্থরক্ষা করুক।

We20: Peoples' Declaration

People and Nature over Profits for a Just, Inclusive, Transparent and Equitable Future

This declaration 'People and Nature over Profits for a Just, Inclusive, Transparent and Equitable Future' is an articulation of the collective voices of the participants that has been adopted unanimously at the We20 Summit.

The We20: A Peoples' Summit on G20, has been a successful gathering of different people's movements, trade unions, civil society organizations and concerned individuals who came together in New Delhi from 18 to 20 August in the run-up to the 18th G20 Leaders' Summit, to share diverse experiences and knowledge, and demand action from decision-makers of the G20. The deliberations of the We20 Summit in thematic workshops focused on the following topics: (i) G20 and India's presidency, (ii) Right to Information, Digital Data and Surveillance, (iii) Climate Change, Environment, Biodiversity and associated human rights, (iv) global finance, big banks and impact on the people, (v) agriculture and food security, (vi) inequality, labor rights and social protection, (vii) right to just, sustainable, participatory and inclusive city, (viii) fascism and marginalization, and (ix) rights of natural resource-dependent communities. The We20 Summit was attended by over 500 people from over eighteen states of India who represented the working class, Dalits, Adivasis, persons with disabili-

ties, ethnic and religious minority communities, farmers, fisherpeople, forest workers, hawkers, artisans, unorganized workers, academicians, and members of the civil society.

India is hosting the 18th G20 Leaders' Summit on 9 and10 September 2023 in New Delhi. We, the people, assert that the G20, since its inception, has been an elite club in terms of its membership and actions. This informal group of rich and 'emerging market economies' has taken policy decisions to serve the economic and political interests of corporations, advanced the neoliberal agenda promoted by international institutions such as the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), the Asian Development Bank (ADB) and the WTO, and has repeatedly failed to address the pressing concerns of people. These include economic, social and ecological injustice; inequality; agrarian, food and livelihood crises; debt distress; accelerating climate change; and human rights violations and democratic backsliding. We, the people, assert that the G20 needs to urgently acknowledge people's voices and priorities – especially those most vulnerable to, and affected by, inequality and crises – and respond appropriately by putting people and nature over profits for a just, inclusive, transparent and equitable financial and development system and future.

The We20 Summit shook the government as was evident from the Delhi police's attempt to suppress peoples' voices by barricading the venue on the second day to stop the entry of delegates who came to attend the workshops. The police also denied permission to hold the event on the third day. We strongly protest against the arbitrary action of the police to prevent people from exercising their democratic right to assemble peacefully and freely express their opinions.

The G20 events in India are being organized at a time when we are going through a phase of rising inequalities, systematic erosion of the rights of workers, farmers, fishers, Dalits and Adivasis, skyrocketing food and energy prices, extreme weather events engendered by climate crisis, widespread ecological destruction, inter-faith and inter-religious conflicts, increased violence against women and gender diverse persons, and shrinking democratic spaces. We bear witness that the preparations for the G20 mega-events in New Delhi and in many other cities across India have led to gross violations of human rights of thousands of urban poor and marginalized communities, who have been forcibly evicted from their homes and deprived of their livelihoods without due process, compensation or proper rehabilitation. As documented in a public hearing report released on 13 July 2023, the

forced evictions and demolition drives carried out by state agencies were done in the name of beautification, protection of monuments and other similar flimsy pretexts. We strongly deplore the crackdown on the poor and marginalized people across the country and demand participatory rehabilitation and adequate compensation for those who lost their livelihoods for the arrangement of the G20 events.

We are also severely critical of the use of crores of public money spent on advertisements ostensibly to promote India's presidency at a time when food and fuel prices are skyrocketing, heat waves and flash floods are killing people and devastating entire communities, and democratic spaces are declining. Evicting the poor, hiding working class settlements behind high curtains and spending public money for political gains explicitly contradict India's much-cherished 'Mother of Democracy' claim.

We call for an overhaul of the international financial architecture. International Financial Institutions (IFIs) such as the World Bank, the IMF, the ADB and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) are controlled by former colonial powers and emerging economies with imperialist interests and have no role in democratic polity. The billions of dollars of investments by the IFIs in critical sectors such as energy, urban infrastructure, transport, and climate action have had devastating consequences for the lives and livelihood of peoples. Such investments, as we have seen in multiple mega-projects such as the Tata Mundra Power Project or the Amravati Capital City Project or the Bharatmala and the Sagarmala projects, have resulted in corporate land and territory grabs, displacement of local communities, commodification and privatisation of natural resources, environmental degradation, violation of labor, fishers and farmers rights, and protecting private capital investments against economic risk with public money. Further, the IFIs continue to lobby with elected governments to bring anti-people laws and policies (such as the FRDI Bill 2017 or the three farm laws or high banking charges), commodify and financialize land and essential services, control food production systems, and finance projects without adequate environmental and social safeguards. Instead of rectifying global power imbalances in economic governance, the G20 reforms of IFIs have pushed for increased private sector investments and foreign direct investments (FDI). Specifically in key areas such as agriculture, health and education, this will have a negative impact on people's lives and the environment through privatisation and commercialisation of essential services. It will also destabilise constitutionally

mandated democratic governance and national security of individual countries. We demand more public spending on health, education, agriculture and all essential services, and reject financial austerity measures as solutions to the renewed debt crisis in many South countries. We also make a call for South-South cooperation to revamp the international financial system and demand that the elected governments of the countries of the global South commit to the peoples' interests instead of advancing the same of the corporations.

In a world marred by multiple, intersecting crises triggered by the unbridled finance capital and the tendency of global capitalism to extract 'value' from every crisis, resolution of the debt distress of low and middle income countries (LMICs) is a top agenda of the G20. However, past solutions such as the Debt Service Suspension Initiative have failed to address the debt crisis by not being able to engage private creditors in resolving the same and, instead, creating conditions for more debt-creating finance. We reject the G20's zeal to push for profit-oriented private investments in the LMICs and flawed market-driven initiatives to support development and climate action. As India claims to become the voice of the global South, the demand for debt justice for the LMICs must be a priority under its presidency. We demand debt-free and grant-based financing to support the appropriate developmental goals and ecological/climate action in the developing world, removal of all policy conditionality to finance, implementation of transparency and accountability safeguards, fair channeling of Special Drawing Rights for countries of the global South, and reparations and justice from the rich countries of the global North for the immense past and continuing ecological and other forms of debt they owe to the global South.

The false market-based solutions to the climate crises proposed by the G20 and similar fora have resulted in financialisation of nature and deprivation of natural resource-dependent communities, and greater debt distress. We demand immediate action to protect the environment and biodiversity through increased debt-free climate finance and cancellation of existing debts, phasing out of fossil fuels, an end to funding plastic production infrastructures and waste-to-energy plants, reducing emissions to real zero and not net zero, advancing sustainable and climate-resilient agroecological systems, significant public outlays for adaptation and mitigation by communities already being severely impacted, recognising the collective governance and management rights of nature-dependent communities, and increased public

spending towards such communities to save our water, forests, land and air (jal, jangal, zameen, aur hawa).

We reject corporate capital's capture of global food governance through the Agreement on Agriculture in the WTO, and emerging bilateral and multilateral trade agreements. Agricultural sustainability and food security are burning issues today, particularly in the wake of the war in Ukraine and disruptions in food supply chains because of globalised trade in food and agriculture. The impacts of extreme weather events on agriculture and the IFI's stress on agribusiness-driven agriculture have led to hunger, malnutrition and food insecurity. For example, the three farm laws introduced in 2020 by the Government of India were a direct consequence of the policies promoted by the World Bank, the IMF and the WTO to cut farm and food subsidies and destroy public stockholding of food grains. What we are witnessing is the aggressive capture of the food and agriculture system by corporate conglomerates. We demand immediate coordinated actions to address the needs, rights and demands of most affected communities, make the public distribution system more robust and inclusive, and call for a radical restructuring of the food system where food justice and food sovereignty are central, and where respect for human rights, agroecology, protecting biodiversity, gender justice and diversity, youth agency, climate justice, economic and social justice, and safeguarding the interests of the small and marginal farmers and natural resource-dependent communities, are integral components.

The G20 has always pushed for bilateral and regional free trade agreements (FTA) to serve the economic interests of wealthy countries, and the march of capital. India, for instance, has signed and is in the process of signing FTAs with Australia, Canada, European Union, and the UK, the terms of which have mostly been kept unknown to the people. We believe that the global trade system is broken and what the world needs is a new system for trade based on economic justice and cooperation free from corporate interests and greed.

Rising inequality is a pressing concern of the world today. As noted by the UN, the COVID-19 pandemic has exposed all kinds of inequalities, including gender inequality. The root causes for rising inequalities are unchecked capitalist expansion supported by pliant nation-states, tax evasion and avoidance by powerful rich actors, and the concentration of financial power by corporations to safeguard the interests of their wealthy shareholders at the cost of the rights of working classes, small scale food producers and of nature. The bargaining

power of workers has been systematically eroded by undermining trade unions, implementing anti-worker legislations and policies, absence of social protection schemes, and introduction of automation in workspaces. We demand the introduction of concrete, time-bound targets and action plans to reduce inequality, end the accumulation of extreme wealth by taxing the top, create more jobs, protect the rights of workers including their right to unionize and right to represent themselves in the decision-making boards of companies, eliminate the gender pay gap, make multinational companies follow due diligence in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, share profits with the workers, protect the rights of Dalits, Adivasis and marginalized communities, and ensure gender equality.

We strongly oppose the commodification and privatization of healthcare promoted by the 'One Health' approach. The pandemic has also exposed corporate greed in its most glaring avatar and the G20 has failed to make diagnostics, treatments and medicines public goods in the truest sense of the term. The inability of the G20 to waive intellectual property rights of corporations and instead promote multilateral cooperation in sharing treatments and technologies critical for public health demonstrate the elite, neoliberal character of the forum. The health agenda of the G20 continues to serve the interests of wealthy nations, transnational corporations and philanthropic foundations. Further, there is an increasing attempt to invisibilise the impact of the COVID-19 pandemic on informal workers, migrant laborers and the poor.

We also strongly protest against the privatisation of education and policies (such as the New Education Policy of India) and demand more public spending in education infrastructures at primary, secondary and higher education levels.

We reject the blue economy agenda of the G20 that aims to economically exploit the marine ecosystem and resources, and turn conservation into a profitable venture. The push for attracting private investments in the name of protecting marine life and sustainable tourism, expansion of capital-intensive large-scale aquaculture, corporatisation of the coastal infrastructure, introduction of new financial instruments like blue bonds, diluting environment protection laws to benefit the corporations, and greed for using the fossil fuel oceanscape is highly condemnable. We have no doubt in stating that the blue economy agenda of the G20 is a step towards extraction, mining and grabbing of marine resources by private corporations that will

have devastating consequences for the ocean people, environment and marine ecology.

We are deeply concerned at the weakening of environmental and ecological safeguards in the name of 'B-READY' or for the single-minded pursuit of economic growth. In India, over the last few years, nearly every environmental, social and labour laws and policies have been watered down, rather than strengthened which would be necessary in the context of national and global ecological collapse.

We demand that scientific and technological research must be more people centric.

We strongly condemn the erosion of democratic institutions and spaces, the attack on the constitutional values, civil society groups, human rights defenders and academic bodies, the use of digital surveillance and data privacy, the dilution of laws related to right to information, criminalisation of dissent, unjust use of government agencies to suppress peoples' voices, and increased social antagonisms and communal tension engineered by rightwing forces. In India, we have witnessed the creation of social antagonisms and communal tensions among communities in Manipur and Haryana just days before the G20 Summit. Further, we condemn the G20's maneuvering of the civil society voice in C20 through political control and use of selected religious institutions and pro-private capital civil society organisations masquerading as representative bodies of the people. We call for the establishment of participatory and plural democracy and equal citizenship, strengthening of democratic institutions and making them more inclusive, transparent and accountable.

We reaffirm that the G20, is an exclusive elite club of countries that share ideological commitment to neoliberalism, market capitalism and globalised trade despite their continuing failure to deliver well-being to the majority of the world's people and being an instrument of legitimisation of the increasing authoritarianism and democratic backsliding among many of its members. Decision-making and governance has become a centralized exercise of the numerical few, and we demand democratic and decentralised governance by keeping peoples' voices at its core. Further, the G20 is undermining and hijacking multilateralism through its proposals and decisions on global economic governance, trade, finance, environment, development and climate. We assert that the 'one earth, one family, one future' theme of the G20 represents the suppression of the heterogeneity and diversity of peoples' voices.

We call for solidarity and unity among all democratic forces, peoples' movements, civil society organizations, human rights defenders and progressive individuals to demand robust South-South cooperation, and a just, inclusive, transparent and equitable future for people all over the world. We stress that there are thousands of grounded, community-led initiatives towards genuine, just, equitable and ecologically wise ways of meeting human needs available across the G20 countries, which governments and others can learn from and help expand to communities.

সংবাদ শিরোনামে

জি ২০ সামিট
ছেঁড়া তমসুক ৪১৪

দিল্লী খুব মেক আপ নিয়েছে। জি ২০ সামিট হবে। জি ২০ সামিটে কি হয়? ভারতবাসীর কাছে বিষয়টি তেমন পরিস্কার নয়। পৃথিবীর এক থেকে উনিশটি ধনী দেশ আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন গ ২০ র সদস্য। এ ছাড়াও আরও অনেক সংস্থা আমন্ত্রিত সদস্য। বিভিন্ন দেশগুলির আন্তর্জাতিক ঋণ এর ফলে কমে যাবে? না। বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বানিজ্য চলতে পারবে? না। বায়ুমনডল পরিবর্তন জন্যে যে সব প্রাকৃতিক দুর্দশা ভচলছে, তার বিহিত কি হবে? উন্নত দেশগুলি কি তাদের কার্বন এমিশন কমাবে? না। ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ কি থেমে যাবে এই সামিটে? না। চীন কি ভারতের ৪৬০০ বর্গকিলোমিটার অতিক্রমন থেকে সরে যাবে? না, কিছুতেই না। আফ্রিকান, বিশেষ করে সাব সাহারান দেশগুল কি খাদ্যের সংকট থেকে মুক্তি পাবে? না।যে আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুধের সময় বৈদেশিক ঋনমুক্ত দেশ ছিল, আজ পৃথিবীর সবথেকে ঋণী দেশে পরিণত হয়েছে, সেই আমেরিকা কি তার পুঁজির সংকট থেকে মুক্তি পাবে? না।

ভারত রোটেশন অনুযায়ী এবার জি ২০ সামিটের হোস্ট। দিল্লী তিনদিন বন্ধ থাকবে। সরকারী ও বেসরকারি সব কিছু বন্ধ থাকবে। সব মিলিয়ে কুড়ি পঁচিশ তিরিশ হাজার কোটি টাকার শ্রাদ্ধ হবে। প্রগতি ময়দানে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন কনভেশন সেন্টার ইয়ইরি হয়েছে, এরাত কি প্রয়োজন ছিল? না। যেখানে আই সি ডি এসে টাকা নেই, সেখানে এই বিপুল ব্যয়ে মোচ্ছব করার কি দরকার ছিল? গত নয় বছরে ভারতের বৈদেশিক ঋণ ৫৫ লাখ কোটি থাকা থেকে ১৫৬ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। এই মুহূর্তে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ৭.১% জি২০ সম্মেলনে কি তার কিছু লাঘব হবে? না। তাহলে কেন এই রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন?

কারণ স্বঘোষিত বিশ্বগুরুর ব্রান্ড ভ্যাল্যু দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিজেপির সাংসদ সুব্রামনিয়াম স্বামী বলেছেন, চীন ২০২১ সালের পর ভারতের ৪৬০০ বর্গ কিলোমিটার দখল করেছে। লাডাখে ৫৬ টি

পেট্রোলিং পয়েন্টের মধ্যে ২৬ টি পেট্রোলিং পয়েন্টে ভারতীয় সেনাত পেট্রল বন্ধ চীনের জন্যে। এই সামিটে শি জিং পিং কি সেইসব জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি হবেন? মোটেও না। রাশিয়া জানিয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধের পর যে ডিসকাউন্টে ভারতকে পেট্রোলিয়াম দিচ্ছিল, তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই সামিটে কি তার পুনর্বহাল হবে? সম্ভাবনা খুবই কম। রুপী রুবল ট্রেড নিয়ে রাশিয়া আর তেমন উৎসাহী নয়। তা হলে কেন? এই সামিটের পরই ব্রাজিল নতুন সভাপতি হবে। বিশ্বগুরুর আর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সুযোগ নেই। তাই ২০২৪ এর নির্বাচনের আগে এই বারলেস্কো। যাকে বলে সোয়ান সং! আর সোয়ান সং কখন গায় রাজহাঁস?

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কটাক্ষ

'পশ্চিমা নেতারা জিভ ব্যবহার করেন আর আমরা ব্যবহার করি মগজ'

পশ্চিমা রাজনীতিক ও সাংবাদিকদের কটাক্ষ করলেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। তিনি বলেছেন, "পশ্চিমারা যখন তাদের জিভ ব্যবহার করেন, তখন আমরা ব্যবহার করি আমাদের মগজ।" পশ্চিমা রাজনীতিক ও মূলধারার মিডিয়াগুলো উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর সংস্থা ব্রিকস'এর যে সমালোচনা করেছে তার প্রতিক্রিয়ায় এসব কথা বলেন লাভরভ। তিনি আরো বলেন, "ব্রিকস নেতারা বাস্তবতা নিয়ে কাজ করছেন।" লাভরভ রবিবার মস্কোয় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, "ব্রিকসকে এমন একটি সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, যার কোনো প্রভাবই নেই। অথচ ফিলহাল কয়েক ডজন দেশ এতে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর মানে হলো, পশ্চিমারা যখন তাদের জিভ ব্যবহার করেন, তখন আমরা আমাদের মগয ব্যবহার করি। আমরা সঠিক কাজটি দৃঢ়ভাবে সম্পাদন করি।" গত ২২ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিকসের ১৫তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে এতোদিনের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট ব্রিকসে ইরান সমেত আরো ছয়টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা আগামী জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। আফ্রিকার ৫৪টি দেশ সমেত গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর শীর্ষ নেতাদের এ সম্মেলনে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিলো। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ছাড়া আর কোনো ফোরামে এত বেশী শীর্ষ নেতা নিকট অতীতে এক ভেন্যুতে একত্রিত হননি। প্রথমে ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্ডিয়া, রাশিয়া ও চীনকে নিয়ে ব্রিকস গঠিত হয়েছিলো। ফিলহালযে ছয় দেশকে এই জোটে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো, ইরান, সউদী আরব, ইথিওপিয়া, মিসর, আর্জেন্টিনা ও সংযুক্ত আরব আমীরাত। এরই মধ্যে ব্রিকসকে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-২০'র বিকল্প ভাবা শুরু হয়েছে। তবে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভ বলছেন, 'কারও বিকল্প নয়, বরং আমরা আলাদাভাবে আমাদের স্বার্থে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই।'

তাস [রাশিয়া]

কাশ্মীরে জি-২০ সম্মেলনের ঘোর বিরোধিতা করল চিন

আগেই আপত্তি জানিয়েছিল পাকিস্তান। এবার সেই পথেই হাঁটল চিন। ড্রাগনের দেশের বক্তব্য, কাশ্মীর বিতর্কিত একটি অঞ্চল। তাই সেখানে আয়োজিত কোনও বৈঠকে শামিল হবে না তারা। শুক্রবার জি-২০ বৈঠক সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন বলেন, কাশ্মীরের মতো বিতর্কিত এলাকায় তারা বৈঠকের পক্ষপাতী নন। এই ধরনের কোনও সম্মেলনে চিন যোগ দেবে না।' চিনের বক্তব্যের পালটা ভারতের জবাব, 'নিজের ভূখণ্ডে তারা যেখানে ইচ্ছে অনুষ্ঠান করতে পারে। নিজের দেশের যে কোনও এলাকায় সম্মেলন আয়োজনের অধিকার রয়েছে ভারতের। চিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখা জরুরি।"

পাশাপাশি জি-২০ বৈঠকে নাম নথিভুক্ত করাল না তুরস্ক ও সৌদি আরব।

প্রসঙ্গত, জি-২০ নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। জোরকদমে চলেছে প্রচার। কিন্তু এবার রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হচ্ছে। ২০১৯-এর ৬ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রদ হওয়ার পর আন্তর্জাতিক স্তরের সব থেকে বড় সম্মেলন হতে চলেছে কাশ্মীরে। আগামী ২২ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই সামিট। এই সম্মেলন ঘিরে জঙ্গি হানার আশঙ্কায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও কাশ্মীরেই সম্মেলন করেও কড়া জবাব দিচ্ছে দিল্লি। মোতায়েন করা হয়েছে মেরিন কম্যান্ডো, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডস। আকাশপথেও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার নজরদারি চলবে।

শ্রীনগরে আয়োজিত জি-২০ সম্মেলনে বিভিন্ন সদস্য দেশ থেকে ৬০ জন প্রতিনিধির উপস্থিত থাকার কথা। সব মিলিয়ে ১০০ জন হাইপ্রোফাইল অতিথির সমাগম ঘটবে। আর সেই বিশেষ বৈঠকে শামিল হওয়া থেকে নিজের নাম সরিয়ে নিল চিন। নাম নথিভুক্ত করাল না তুরস্ক এবং সৌদি আরব। যদিও ২২ মে পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। তবে এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতি মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এই বছর ভারতে জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া ব্রাজিল, কানাডা, চিন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইটালি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, তুরস্ক, ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের যোগ দেওয়ার কথা। চিন, তুরস্ক এবং সৌদি আরব ছাড়া বাকি সকলে নাম নথিভুক্ত করিয়ে নিয়েছে। তবে চিনের এই আপত্তির কারণ হিসেবে পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ কাশ্মীর প্রশ্নে চিন বরাবরই পাকিস্তানের প্রতি নরম মনোভাব পোষণ করেছে। আবার কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খর্ব হওয়ার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল তুরস্ক। সৌদি আরবের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো থাকলেও, নবী (সা.) কে নিয়ে বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে দুই দেশের মধ্যে একটু হলেও দূরত্ব তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

পূবের কলম

জি২০ শীর্ষ সম্মেলন বিরোধী মিছিল

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বিকেল ৪টে

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

আয়োজনে

হকার সংগ্রাম কমিটি, দক্ষিণবঙ্গ মৎসজীবি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজদুর সমিতি, দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি, ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন, এই সময় মানবজমিন পত্রিকা, জাতীয় বাংলা সম্মেলন, উপনিবেশ-বিরোধী চর্চা কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, অল-ইন্ডিয়া ওমেন হকার ফেডারেশন ওয়েস্টবেঙ্গল, মাসুম, এফওডি, এপিসিআর, অকিঞ্চন, প্রান্তজন, বন্দীমুক্তি কমিটি, নাগরিক মঞ্চ, অল ওয়েস্টবেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন, সবুজ মঞ্চ, নেহাই, স্বরাজ অভিযান, ভারত জোড়ো অভিযান, এনএফএসআরইউ, প্রোজেক্ট এফেক্টেড পিপলস এসোসিয়েশন, সপ্তাহ এবং আরও বহু ব্যক্তি, সংগঠন